CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 18 August, 2024 ■ আগরতলা ১৮ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আরজিকরের ঘটনায় দেশজুড়ে আইএমএ ডাকা ২৪ ঘন্টার কর্মবিরতি রাজ্যেও পালিত

নয়াদিল্লি, আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, কমলপুর, শান্তিরবাজার, ১৭ আগস্ট ।। কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে শনিবার দেশজুড়ে কর্মবিরতি পালন করছেন

অপারেশন হচ্ছে না। ছাড় দেওয়া হয়েছে শুধু জরুরি বিভাগ। তাদের সমর্থন জানিয়েছে দ্য হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়াও (হোমাই)। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, তারাও আইএমএ-র পাশে আছে। ফলে ফের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে, আর জি কর কাণ্ডে শনিবারও আন্দোলনে নেমেছেন ডাক্তাররা। শনিবার সকালে গুজরাটের রাজকোট সিভিল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে রাজীব গান্ধী সরকারি জেনারেল হাসপাতাল এবং মাদ্রাজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার এসোর নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। কলকাতা আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানালো ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন। পাশপাশি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অত্যন্ত দুঃখজনক বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। যা কোনো ভাবেই হওয়া উচিত নয়। আজ আর জি করকান্ড নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দেশজুড়ে আর জি করকান্ডে প্রতিবাদে চিকিৎসকরা সরব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকরা। এই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। শনিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মবিরতি, চলবে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্তটানা ২৪ ঘণ্টা। দেশের সর্বত্র আউটডোর ও সমস্ত ধরনের প্ল্যানড

রেশন সামগ্রী পেতে কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক ঃ খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। গনবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন রাজ্যের সকল রেশন কার্ডধারী উপভোক্তাদের আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে আধার ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক। মূলত, রেশন দোকানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রেশন সামগ্রী পেতে তা প্রয়োজন। আজ খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে,সেই সঙ্গে খাদ্য দপ্তর খুব শীঘ্রই রাজ্যে গনবন্টন ব্যবস্থায় পুরনো কাগজের রেশন কার্ডের বদলে নতুন রেশন কার্ড প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে রেশন কার্ডে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক থাকা জরুরী। আরও জানানো হয়েছে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে রাজ্যের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রেশনকার্ডধারী উপভোক্তাদের এখনো রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক নেই। তাদের অবিলম্বে আধার লিঙ্ক করা একান্তই প্রয়োজন। এই সকল ভোক্তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে দেওয়া আছে। আগামী ৩০শে সেপ্টম্বর তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে গিয়ে ই-পস মেসিনে আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করেতে হবে। তাছাড়া,সকল উপভোক্তাদের দপ্তরের ওয়েবসাইটে স্কেন করে রেশন কার্ড নম্বর দিয়ে অনলাইনে নিজ নিজ রেশন কার্ডে পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, লিঙ্গ ও ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী নাবালিকা গৃহবধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এক নাবালিকা গৃহবধু। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডি.এম কলোনি এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামীর বাড়িতে প্রতিনিয়ত কলহ সহ নানাহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন ১৭ বছর বয়সি ওই নাবালিকা গৃহবধূ কোয়েল ঘোষ। প্রায় দুই বছর পূর্বে রাজধানী আগরতলার আড়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা গোপাল বণিকের ছেলে গোবিন্দ বণিকের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্ব-ইচ্ছায় নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। অভিযোগ, বিয়ের কিছু মাস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরে উপজাতি মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেফতার স্বামী, খুনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। নিজ ঘর থেকে এক উপজাতি মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় রানীর খামার সন্ধি সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই মহিলাকে তার স্বামীই খুন করেছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত নেমেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

জানা গিয়েছে, আমতলী থানার অন্তর্গত রানীর খামার সন্ধি সংঘ ক্লাব সংলগ্ন কৃষ্ণ দাসের রাবার বাগানে কাজ করতেন এক দম্পতি। কাজ করার জন্য ধলাই জেলার ধূমাছড়া এলাকার বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং স্ত্রী সরি দেববর্মা রাবার বাগানের একটি বাড়িতে গত তিন বছর ধরে বসবাস করছেন। কিন্তু গতকাল রাতে নিজ ঘরে সরি দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আমতলী থানায় খবর পাঠিয়েছেন।

আজ সকালে আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথ সহ পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে ফরেনসিক টিম সহ আমতলির এস ডি পি ও শংকর চন্দ্র দাস। পুলিশ মহিলার স্বামী বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে আটক করে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রন

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুবচনবাদী গণতন্ত্র রূপান্তর নিশ্চিত করতে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সততার দৃষ্টান্ত অটো চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। তিন লক্ষাধিক টাকার সোনার জিনিস পেয়ে ফেরত দিলেন অটো চালক। এর মধ্য দিয়ে তিনি সততার অনন্য মজির স্থাপন করলেন। এখনো ভালো মানুষ আছে তা আরেকবার প্রমাণ করে দিলেন সুজিত সরকার নামে এক অটো চালক। ঘটনার বিবরণে জানা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালঙ্কার সহ দুই চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরি স্বর্ণালঙ্কার পত্র সহ পাঁচ জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

"আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করায় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।"
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফসল বিমা করাও
সুরক্ষা কবচ পাও

8 বছরের মুখ্য প্রাপ্ততা

62 কোটির অধিক কৃষক আবেদন প্রাপ্ত
19.67 কোটির অধিক কৃষক আবেদনের ফসল ক্ষতিপূরণ বিতরণ
₹1.60 লাখ কোটির অধিক বিমা দাবি পেমেন্ট

দেশব্যাপী হেল্পলাইন 14447

পঞ্জীকরণের অন্তিম তারিখ 31 আগষ্ট, 2024

বিমা প্রিমিয়াম ছাড়া অন্য কোনও শুল্ক কোনও এজেন্ট বা সিএসসি'কে দেবেন না।
অতিরিক্ত শুল্ক চাওয়ার ক্ষেত্রে 14447 নাম্বারে জানান।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

বিমা ভাগীদার

আপনার ফসলকে আজই বিমাকৃত করার জন্যে যোগাযোগ করুন

জনসেবা কেন্দ্র | ক্রপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ https://play.google.com | পোষ্ট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা | @PMFBY

যোজনা সংক্রান্ত অধিক তথ্যের জন্যে QR কোড স্কান করুন

CMYK

Page 1.pmd 1 18-08-2024, 12:31

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬০ ▫ ১৮ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ১ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অসাম্য দূর করাই লক্ষ্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল মানুষের অন্ন বস্ত্র খাদ্য সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়নি রাষ্ট্রনায়কদরা। বিলম্বে বর্তমান সরকার প্রতিটি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গণবেন্থন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অসম্য দূর করার চেষ্টা শুরু করেছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস জানি রাখা হয়েছে। গণবণ্টন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য অসাম্য দূর করা। কয়েক দশক আগেও দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল না। বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। একটা সময় ছিল অনুদাননির্ভরতাও। সরকারি স্তরে রেশন ব্যবস্থা বস্তুত সেই আমলের। সকলের জন্য খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং পুষ্টির নিশ্চয়তা দিতেও রেশন সিস্টেমকে হাতিয়ার করেছে সরকার। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে অশিক্ষা ও অপুষ্টি। এই সত্য উপলব্ধি করার পরই শিক্ষার বিস্তারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানেই দেখা দেয় অন্য সমস্যা, ছেলেমেয়েরা খালি পেটে শিক্ষা নেবে কী করে! অতএব গরিব ছেলেমেয়েদের স্কুলে টেনে আনতে এবং স্কুলছুট ঠেকাতে চালু হয়েছে মিড ডে মিল প্রকল্প। পুষ্টিবিধানের জন্য পাখির চোখ করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে। দারিদ্র্যের শ্রেণি ভেদে রয়েছে রেশনে খাদ্যশস্য বণ্টনের নানাধরনের কর্মসূচি। কোনও ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য মেলে স্বল্পমূল্যে, আবার কখনও দেওয়া হয় পুরো ফ্রি। রেশন ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রমাণ সাম্প্রতিক অতীতে করোনা মহামারী পর্বে বিশেষভাবে পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওইসময় ৮০ কোটি গরিব ভারতবাসীকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের তরফেও এই ব্যাপারে চাপ ছিল কেন্দ্রের উপর। রাজ্যগুলি মনে করে, এই জনকল্যাণ কর্মসূচির প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। তাদের দাবি, রেশন মারফত বিনামূল্যে চাল-গম বণ্টনের কাজটি এখনও চালু রাখতে হবে। তাই মোদি সরকার নিমরাজি হয়েও কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত করেছে।

তার ফলে মহামারীর বিপদ নিয়ন্ত্রণে আসার পর খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ বরং বাড়াতে হয়েছে। স্বভাবতই চাল-গমের উৎপাদন এবং প্রোকিয়োরমেন্ট বৃদ্ধির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছে দেশ। রেশন মারফত খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এফসিআই)। সারা দেশের কৃষক মান্ডিগুলির মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) তারা এই খাদ্যশস্য কেনে। দেশের এই খাদ্যভাণ্ডার থেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রয়োজন মতো সেসব বণ্টিত হয়। সেসব রক্ষিত হয় বিকেন্দ্রিত এফসিআই গুদামগুলিতে। রাজ্যগুলির খাদ্য ও খাদ্য বিপণন দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য বিপণন মন্ত্রক এই বিপুল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সব মিলিয়ে যে ছবিটা এতক্ষণ আঁকা হল, সেটি আদর্শ। এই হিসেবে, দেশের একজন মানুষেরও খাদ্যের জন্য কষ্ট পাওয়ার কথা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষুধার সূচকেও ভারতের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়াটাই ছিল বাস্তব। এক কথা অনস্বীকার্য যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল তারা যদি প্রতিটি মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি নিশ্চিত করার জন্য সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত তাহলে আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে এত শিক্ষা এবং অভাব অনটন থাকতো না। বিলম্বে হলেও বর্তমান সরকার এসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করায় নিঃসন্দেহে দেশ ও দেশবাসী অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একত্রিত হওয়া সময়ের প্রয়োজন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একত্রিত হওয়া সময়ের প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এক কণ্ঠে একসঙ্গে পাশে দাঁড়াও এবং একে অপরের শক্তি হও। আমাদের একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে এবং একে অপরের ক্ষমতা ভাগ করতে হবে। আমাদের বিশ্বের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ অংশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ভারত গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা ভাগ করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বাণিজ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, এসডিজির অগ্রগতি এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার তৃতীয় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভাষণ দেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহাম্মদ ইউনূসও সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর অবদান একটি বিপ্লবের চেয়ে কম নয়।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের লক্ষ্য হল ''এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য'' এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল ''আরোগ্য মৈত্রী'', যার অর্থ ''স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুত্ব''। মানবিক সংকটের সময়, ভারত নিজস্ব বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী হিসাবে সাহায্য করে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা, যারা কথা শোনা হয়নি তাঁদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের শক্তি আমাদের ঐক্যের মধ্যে নিহিত এবং আমরা একটি নতুন দিকে অগ্রসর হব। রাষ্ট্রসংঘ ''সামিট'' আয়োজন করছে। আগামী মাসে, যেখানে ''প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার'' নিয়ে আলোচনা চলছে, আমরা কি ঐক্যবদ্ধভাবে ইতিবাচক পন্থা নিতে পারি, যাতে আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের আওয়াজ তুলতে পারি?'

সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু, বাতিল একাধিক ট্রেন

কানপুর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কী কারণে লাইনচ্যুত হল সবরমতী এক্সপ্রেস, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। শনিবার কানপুরের পুলিশ কমিশনার অখিল কুমার বলেছেন, 'যেখানে সবরমতী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছে সেখানে টিম পৌঁছেছে। কোনও যাত্রী আহত হয়নি, ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং তদন্ত চলছে।' উত্তর মধ্য রেলের জিএম উপেন্দ্র চন্দ্র যোশী বলেছেন, 'সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক আমাদের জানিয়েছেন, একটি বস্তুর সঙ্গে ট্রেনটির ধাক্কা লাগে। এটি তদন্তের বিষয়...যাত্রীরা ইতিমধ্যেই নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছেন। শুধুমাত্র একটি রেললাইন প্রভাবিত হয়েছে, যা পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।'রেল সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জেরে শনিবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, একাধিক ট্রেনের গতিপথও বদল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেনের মধ্যে রয়েছে ০১৮২৩/০১৮২০৪ ঝাঁসি-লখনউ, ১১১০৮ ভায়া ঝাঁসি-লখনউ জংশন, ০১৮০২/০১৮০১ কানপুর-মানিকপুর, ০১৮১৪/০১৮১৩ কানপুর ভায়া ঝাঁসি, ০১৮৮৭/০১৮৮৮ গোয়ালিয়র-এটাওয়া, ০১৮৮৯/০১৮৯০ গোয়ালিয়র-ভিন্দ।

ভারতরত্ন পন্ডিত মদনমোহন মালব্য

মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা- সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন।

১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।৩১৮৪ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড় ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলিআইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আজ মদনমোহন মালব্যের জন্মদিবস। মদনমোহন মালব্য (১৮৬১১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন।

১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।৩১৮৪ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড় ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলি আইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন। ১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়। *সৌজন্যে বার্তা টুডে*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৭০ তমসর্বভারতীয় আন্তঃ রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সফল সমাপ্তি

বিজয়ীদের সংবর্ধনা জানান জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব

মালিগাঁও, ১৭ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) দ্বারা আয়োজিত ৭০তমসর্বভারতীয় আন্তঃ রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা) ২০২৪-২০২৫-এর ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সফল সমাপ্তি ঘটেছে। সমাপন অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব উপস্থিত ছিলেন। তিনি এনএফআরএসএ-এর সভাপতি এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং ট্রফি ও পুরস্কার প্রদান করেন।

১২ আগস্ট তারিখে শুরু হওয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩টি পুরুষ দল এবং ৬টি মহিলা দল অংশগ্রহণ করে, যেখানে দেশের ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন থেকে প্রতিনিধিত্ব করা মোট ১৮০ জন খেলোয়াড়, রেফারি এবং কোচ যোগদান করেছিলেন।

এই ইভেন্টে একাধিক শ্রেণিতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে পুরুষ ও মহিলা দল চ্যাম্পিয়নশিপের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা একক চ্যাম্পিয়নশিপও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমস্ত অংশগ্রহণকারী জোনগুলির মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে পুরুষ এবং মহিলা উভয় দল চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হয়েছে। মহিলাদের একক শ্রেণিতে, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অনুশা কুটুম্বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টেকমী সরকারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা অর্জন করেছেন। পুরুষদের একক শ্রেণিতে পূর্ব রেলওয়ের রণিত ভঞ্জ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জিৎ চন্দ্রকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এই টুর্নামেন্টে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সুতীর্থা মুখার্জির মতো অনেক বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ করেন, যারা ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং বিশ্ব টেবিল টেনিস মহিলা ডাবলসেও বিজয়ী ছিলেন। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের মধ্যে রণিত ভঞ্জ (পূর্ব রেল), অনির্বাণ ঘোষ (দক্ষিণ পূর্ব রেল), পয়মন্তী বৈশ্য (মেট্রো রেল) এবং অনুশা কুটুম্বলে (পশ্চিম রেল) ছিলেন, যাদের সবাই টুর্নামেন্টে তাদের নাম উজ্জল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার পথে নামবে টলিউড

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ ও দোষীদের ধরার দাবিতে রবিবার পথে নামবে টলিউড।

শনিবার তৃণমূলপন্থী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এবং পুরো চলচ্চিত্র পরিবার জানিয়েছেন, 'নির্যাতিতার বিচার চাই' ধ্বনি তুলে বাংলা বিনোদন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষ এ দিন পথে নামবেন।

সিনে পরিবারের তরফ থেকে কর্মসূচির একটি বার্তা তৈরি হয়েছে, 'আর জি কর পরিবারের পাশে চলচ্চিত্র পরিবার। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় মিলিত হয়ে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় আর জি কর হাসপাতাল। প্রতিটি সংবেদনশীল চলচ্চিত্র কর্মীবন্ধুদের আসতে অনুরোধ করছি।'

রাজনীতিবিদের পোশাক ছেড়ে প্রযোজক-পরিচালক রাজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "চলচ্চিত্র পরিবার এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। পাশাপাশি, অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা পাশে থাকছি সেই সব চিকিৎসকদের, যাঁরা বিক্ষোভ অবস্থান করছেন। তাঁদের এই আন্দোলন জোরালো করতে, তরুণী চিকিৎসককে ন্যায় বিচার দেওয়ার দাবিতে আমরা রবিবার পথে নামব।"

উদ্যোক্তারা জানান, যাঁরা এই অভিযানে যোগ দেবেন তাঁদের টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর সামনে বিকেল ৪টেয় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। যাতায়াতের জন্য বাস থাকবে। যাঁদের নিজস্ব গাড়ি রয়েছে তাঁরা গাড়ি চড়ে যাবেন।

আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি জানানো হবে। সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা চলছে।

পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, ইমন চক্রবর্তী, প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী, সাবর্ণি দাস, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, অদিতি রায়-সহ সিনে ইন্ডাস্ট্রির আরও অনেকেই এই পোস্ট শেয়ার করেছেন।

পুলিশের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের অফিসে তদন্তে সিবিআই

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের 'ডেরা' ছিল কলকাতা পুলিশের ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাক। শনিবার সেখানেও গেল সিবিআই।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্যই গোয়েন্দারা সল্টলেকের ওই দফতরে যান বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানকার একাধিক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ঘটনার পরে অভিযুক্ত যখন ফোর্থ ব্যাটেলিয়নে পৌঁছন, তখন তাঁর আচরণ কেমন ছিল, তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ঘটনার পরে ফোর্থ ব্যাটেলিয়নে যাওয়ার পর অভিযুক্তকে সেখানকার এক কর্মী আর জি করের ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। তা শুনে তিনি বলেছিলেন, "আচ্ছা, দেখছি।"

আদালতের নির্দেশে আর জি কর-কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা এক। যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি কলকাতা পুলিশের অধীনে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করতেন। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে যেতেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যারাকে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর।

অনেকটা সময় সেখানে কাটাতেন। ঘটনার পরে আরজি কর থেকে সেখানেই গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সেখান থেকে রাতে তাঁকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আর জি কর-কাণ্ডের জের, নাট্যজগতের খ্যাতনামীদের মিছিল উত্তর কলকাতায়

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন প্রতি দিন আরও জোরালো হচ্ছে। এই অবস্থায় শাসকদলের কাছের শিল্পীরাও নিজেদের মত করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শনিবার বিকেলে এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন নাট্যজগতের খ্যাতনামীরা। গিরিশ মঞ্চ থেকে ঘটনাস্থল পর্যন্ত হাঁটবেন তাঁরা। কথা বলবেন জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে।

গানের দুনিয়া থেকে অভিনয় দুনিয়া বাংলা বিনোদন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি জোট বেঁধে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, ১৪ অগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের আগের রাত থেকে 'রাত দখল'-এর যে কর্মসূচি শুরু হয়েছে তা তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন, যত ক্ষণ না মৃতা এবং তাঁর পরিবার ন্যায় পাচ্ছেন। সেই অনুযায়ী বাংলা বিনোদন দুনিয়ার খ্যাতনামীরা সাধারণ মানুষদের মতো পাশে থাকছেন আর জি কর হাসপাতালের আন্দোলনরত চিকিৎসকদের। সশরীরে উপস্থিত থেকে সমর্থন জানাচ্ছেন তাঁদের।

প্রকাশ্যে 'নির্যাতিতার ফাঁসি চেয়ে' নেটনাগরিকদের কটাক্ষের মুখে মমতা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতাল-কান্ডে দোষীর ফাঁসি দাবি করতে গিয়ে প্রকাশ্যেই নির্যাতিতার ফাঁসি দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে তাঁর তিন পাশে ছিলেন দলের অন্তত এক ডজন নারী জনপ্রতিনিধি। আর সেই ভিডিও এখন সামাজিক মাধ্যমে লোকে দেখছেন তরিয়ে তরিয়ে।আর জি কর-কান্ডে মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মঞ্চে শ্লোগান দিতে থাকেন। বলেন, 'মানুষের জয় হোক'। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সমবেতরা হাত তুলে বলেন, 'জয় হোক', 'জয় হোক'। এর পর মমতা বলেন, 'নির্যাতিতার ফাঁসি হোক'! সবাই মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে ছুঁড়ে ধ্বনি দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। ভিডিওতে শোনালো তাঁদের সমবেত 'গা' কথাটা। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে-পিছনে ছিলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, দোলা সেন প্রমুখ দলের নেত্রী।

অনেকের মতো সৃষ্টি বিশ্বাস নামে এক নেটনাগরিক বেশি রাতে সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিও ক্রমান্বয়ে পোস্ট করে লিখেছেন, "নাটকের স্ক্রীপ্ট ঠিক করে মুখস্থ না করে এলে এটাই হয়।মুখ থেকে ভুলভাল বেরিয়ে যায়"। শনিবার বেলা দুটোর এই ভিডিও-সহ পোস্টে মন্তব্য এসেছে ৯২০। শেয়ার করেছেন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০। দেখেছেন ২৯ লক্ষের ওপর।হিরণ মিত্র লিখেছেন, "আচ্ছা এত অশিক্ষিত মানুষ হয়। নির্যাতিতার ফাঁসি জিনিসটা কী ভাই। সে তো মারা গেছে। হা হা হা।" মৃত্তিকা চৌধুরী লিখেছেন, "এদের চিনে রেখে বয়কট করা উচিত। সিরিয়াসলি! একটা লিমিট আছে পা চাটার!" রিমা প্রামাণিক লিখেছেন, "ও মা গো! আমি এটা কী শুনলাম? নিজের কানের উপরও বিশ্বাস হচ্ছে না।"

উজ্জ্বল চ্যাটার্জি লিখেছেন, "বলছি কে আছেন, এদের মুখে একটু চন্দন তুলসী পাতা দিয়ে দিন।কতটা নির্লজ্জ এরা। ভাবুন একবার! মঞ্জুশ্রী করণ সাউ লিখেছেন, "নির্লজ্জ এবং দুঃসাহসী।জানে সব কিছু তেই ঠিক উতরে যাবো। কিন্তু এবার সেটা আর হতে দেওয়া যাবে না।"

অনু সাহা লিখেছেন, "অদিতি মুন্সী, কীর্তন বালি, রচনা দিদি নম্বর ওয়ান, ছি ছি!" উপাসনা দাশগুপ্ত লিখেছেন, " উনি কবে পাগল ছিলেন না বলতে পারবেন?" রিতা চ্যাটার্জি লিখেছেন, "আমাদের পাগল করছে। ও মোটেও পাগল নয়। ইচ্ছে করে বলছে আপনারা বুঝতে পারছেন না!" ঋতম সরকার লিখেছেন, "এত কোটি কোটি টাকা ঝেড়ে কী লাভ, সেই যদি মুখ দিয়েই নামাতে হয়!"

অজিত দাস লিখেছেন, "এটা কি কোন ধারাবাহিক এর শুটিং চলছে? পার্থ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "একদম গামবাট। অশিক্ষিতের হাতে ক্ষমতা গেলে এসবই হবার কথা"।

শতভিষা গুহ লিখেছেন, "সব মানুষের ফোকাস ঘোরানোর ধান্দা। শেলি ঘোষ লিখেছেন, "আপনি কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বেড়িয়েছেন? আপনি জানেন না আসল দোষী কে? আপনি নিজেই তো একজন মেয়ে, কিভাবে সব লুকিয়ে রাখছেন? মানুষত্ব আছে আপনার? অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শুয়োরের স্ত্রী লিঙ্গ কী কিছুতেই মনে পড়ল না!

হিমাচল প্রদেশে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি, অবরুদ্ধ হয়ে গেল অসংখ্য রাস্তা

শিমলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। ব্যাপক জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে একাধিক রাস্তা। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৫৮টি রাস্তা। আবহাওয়া দফতর শুক্রবারই হিমাচল প্রদেশের ১২টি জেলার মধ্যে ১০টিতেই ব্যাপক ভারী বর্ষার সম্ভাবনা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। সেই সম্ভাবনা সত্যি করেই শুরু হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টি। উদ্বেগজনক বিষয় হল, আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা এসেছে শিমলার রামপুর সাব-ডিভিশনের তাকলোচ এলাকায়। ভারী বৃষ্টিতে একটি রাস্তার প্রায় ৩০ মিটার অংশ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও দুর্ঘটনার জেরে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় হিমাচলে বাড়ছে বন্যার আশঙ্কাও। চাম্বা, শিমলা, কাংরার মতো জেলায় বন্যার জেরে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বৃষ্টি-দুর্যোগে কাশ্মীরে, গান্ডেরবালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগরে হাইওয়ে

শ্রীনগর, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : আশঙ্কা ছিলই, আর তাই হল। বৃষ্টি দুর্যোগে লন্ডভন্ড হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার কাঙ্গান এলাকা। ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টির পর আকস্মিক বন্যার কারণে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান এসডিএম বিলাল মুখতার। তিনি বলেছেন, 'কাঙ্গান মহকুমায় খুব ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে জল জমে গিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পরে দেখা যায়, বন ও পাহাড় থেকে জল আসছে। জল প্রবাহের সুবিধার্থে ড্রেনগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে।'একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন, 'ভারী বৃষ্টির পর বন্যার কারণে অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নায়েব তহসিলদার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু কোনও ঊর্ধতন আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি...আমরা প্রশাসনের কাছে চেক ড্যাম ও ড্রেন নির্মাণের জন্য অনুরোধ করছি।' এদিকে, ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক।

পুলিশকর্মীর বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকালো অভিযুক্ত, থানার এই ঘটনায় শোরগোল

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): শনিবার সকালে খাস কলকাতার জোড়াবাগান থানায় এক অভিযুক্ত এক পুলিশকর্মীর বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকায়। এই ঘটনায় জোর শোরগোল হয়।

জোড়াবাগান থানার পুলিশ শুক্রবার এক যুবককে আটক করে। পুলিশের দাবি, সেই সময় তার কাছ থেকে শুধুমাত্র ছুরি পাওয়া গিয়েছিল। থানাতেই বসিয়ে রাখা হয় তাকে। শনিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলার পরিকল্পনা ছিল পুলিশের।

আচমকাই দেখা যায়, ওই যুবক পালানোর চেষ্টা করছে। তাতে বাধা দেন এক এএসআই। অভিযোগ, সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে অভিযুক্ত। আর তা এএসআইয়ের বুকে ঠেকায়।

যুবকটি দৌড়ে পালাতে গেলে তাকে আটকানো হয়।

তখন সে আগ্নেয়াস্ত্র বার করে এক এএসআইয়ের বুকে দেখায়। অঘটন ঘটার আগে যুবকটিকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অঘটন রোখেন আর এক পুলিশকর্মী।

যুবকটিকে ধরে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুশাসনের জন্য দ্রুত এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

কোচি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল শনিবার বলেছেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থাকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক করে তুলবে।কোচিতে কেরল হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের কেঁসুলিদের রাজ্য স্তরের সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেছেন, সুশাসনের জন্য দ্রুত এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। দ্রুত বিচার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলেও মন্ত্রী পর্যবেক্ষণ করেন। যথাযথ প্রস্তুতি বা পরামর্শ ছাড়াই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আনা হয়েছিল এমন অভিযোগ তিনি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

সেমিনার হলের ম্যাপিং সিবিআইয়ের, আপাতত নজরে দুই কর্মী

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আর জি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তথ্য তুলে আনার জন্য এ রাজ্যের তথা কলকাতা পুলিশের উপর ভরসা না করেই বর্তমানে চলছে সিবিআই তদন্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার দুই পৃথক প্রতিনিধি দল পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটেলিয়ন ও আর জি কর হাসপাতালের অভ্যন্তরে। সল্টলেকের ওই চতুর্থ ব্যারাকে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। এই মুহূর্তে এখনও পর্যন্ত সঞ্জয় রায় নামে সিভিক ভলান্টিয়ারকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পার হয়েছে তবুও কিনারা হয় নি। এ পর্যন্ত অধরা 'ব্রেক - থ্রু' করতে বদ্ধপরিকর সিবিআই। এদিকে, ওই ঘটনায় গত ৮ আগস্ট মাঝরাতের আগে ও পরে সেখানে যায় সঞ্জয়। সেখানে জানার চেষ্টা চলছে আরো অনেক তথ্যের। যা চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা এবং তা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর আগে পরখ করে নিতে চাইছেন সিবিআই আধিকারিকরা। অন্যদিকে, আর জি কর হাসপাতালেও ফের নমুনা সংগ্রহ ও তথ্য যোগাড়ের পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদের সম্ভাব্য দিকগুলো। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেমিনার হলের ম্যাপিং করা হচ্ছে। ছবি ও তোলা হচ্ছে। ওই হাসপাতালের কর্মীরাও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। আপাতত দুই সদস্যের সিবিআই প্রতিনিধি দলের নজরে রয়েছে।

অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে

কলকাতা ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ফের অসুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শনিবার সকালে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শারীরিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সমস্ত পরীক্ষার পর দুপুর ১২টা নাগাদ আবার তাঁকে ফেরানো হয় জেলে।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রেডিও অ্যাক্টিভ রেনোগ্রাম পরীক্ষা করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়ের। তাঁর ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। অন্যদিকে, ১৬ জুলাই জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন, জেলে থেকে ওজন কমে গিয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর। সমস্যা রয়েছে কিডনিতেও। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা ভেবে, তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। যদিও জামিন মঞ্জুর করা হয়নি।উল্লেখ্য, র্যাশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গত অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। গ্রেপ্তারির পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। এরপরও জেলে একাধিক বার অসুস্থ হন জ্যোতিপ্রিয়। এদিন আবারও হৃদযন্ত্রে সমস্যা, মাথা ঘোরা-সহ একাধিক উপসর্গও ধরা পড়েছে। সমস্ত পরীক্ষার পর তাঁকে ফের জেলে পাঠানো হয়।

আর জি করের ঘটনায় তৃণমূলকে তোপ সম্বিতের, মমতার উদ্দেশ্যে ছুড়লেন একগুচ্ছ প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুড়েছেন সম্বিত। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'আমি চিকিৎসক ও আমার বন্ধুদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় যে বর্বরতা ঘটেছে তা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ধামাচাপা দিচ্ছেন... কেন তাড়াহুড়ো করে ৪০-৫০ জন ডাক্তারকে বদলি করা হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী কী আড়াল করার চেষ্টা করছেন?'সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, 'সন্দীপ ঘোষ (আরজি কর-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ) কার জন্য কাজ করতেন?... নির্যাতিতার বাবা-মাকে বলা হয়েছিল, তাঁদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে... পুলিশ নোটিশ পাঠানোর লোকজনকে খুঁজছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এ বিষয়ে পোস্ট করার জন্য লোকজনকে হুমকি দেওয়া... আমি কলকাতা হাইকোর্টে মামলার প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন ওই আইনজীবীরা।'

একসঙ্গে ৪৩ জন সরকারি চিকিৎসকের বদলি, প্রতিবাদে চিকিৎসক সংগঠন

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর আন্দোলনের আবহেই ৪৩ জন চিকিৎসককে বদলির নির্দেশ জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর। এর প্রতিবাদ জানিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন।চিকিৎসক সংগঠন 'ইউনাইটেড ডক্টর্স ফ্রন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে শনিবার বদলির প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এক্স পোস্টে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বাংলার রাজ্যপাল আমাদের প্রতিবাদ সমর্থনকারী সদস্যদের অন্যায় ভাবে বদলি করেছেন। এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ কিন্তু ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার জন্য আমাদের দাবি স্তব্ধ করতে পারবে না। আমরা আমাদের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্থ সার্ভিস ডক্টর্স-এর সাধারণ সম্পাদক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন সব ডাক্তারই এই ঘটনার প্রতিবাদে নেমেছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ বেশি সক্রিয়। আমাদের প্রোমোশন আটকে আছে। এই রকম পরিস্থিতি চলছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। তার মধ্যে আমাদের বদলির নির্দেশ কেন?"বিজেপির অভিযোগ, ওই চিকিৎসকেরা আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এই 'প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ'। অন্য দিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য শনিবার বলেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তাই আমার কিছুই বলার নেই।"

হরিয়ানায় এবারের ভোটে কংগ্রেস জিতবে, আত্মবিশ্বাসী সুরজেওয়ালা

চন্ডীগড়, ১৭ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসই জিতবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালা। শনিবার রণদীপ বলেছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির নৃশংসতার ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ১০ বছরে এমন কোনও শ্রেণী নেই যারা বিজেপির দ্বারা প্রতারিত হয়নি, হরিয়ানার জনতা ১ অক্টোবর ভারতীয় জনতা পার্টির সমাপ্তি শুরু করতে চলেছে।' এবারের ভোটে কংগ্রেস জিতবে বলেই তিনি আত্মবিশ্বাসী।উল্লেখ্য, হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১ অক্টোবর। হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৪ অক্টোবর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, হরিয়ানায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন স্ক্রুটিনি হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ১ অক্টোবর (বুধবার) এবং ৪ অক্টোবর (শুক্রবার) ফল ঘোষণা হবে। হরিয়ানার ভোটার তালিকা ২৭ আগস্ট প্রকাশিত হবে।

মহিলাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করল বি আর সিং হাসপাতাল, চালু হেল্পলাইন নম্বর

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বি আর সিং হাসপাতালে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ ডিআরএম দীপক নিগম ওই হাসপাতালের ডাক্তার ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। হাসপাতালের প্রতি কোণে সিসিটিভি, পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত, অতিরিক্ত

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মৌসুমী ফল কেন খাব, কি প্রয়োজন?

তরিকুল ইসলাম মাসুম, এমএসসি

"ফলের রাজা আম, বেশী করে খান" এটি একটি উপদেশ। শুধু আম নয়, মৌসুমী ফল খাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সৃষ্টিকর্তা তাইতো নানান মৌসুমে নানান ফল আর ফুলের সমাহার ঘটান। পরিমিত ফল প্রতিদিন খেলে যেসব **উপকার হয়ঃ**-ক. দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় খ. শরীরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হয় গ. ভিটামিন এর অভাব পূরণ হয় ঘ. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে ঙ. ডায়াবেটিকস এর ঝুকি কমে যায় চ. লৌহ ও খনিজ লবণের ঘাটতি থাকে না প্রভৃতি। আমাদের দেশে সহজলভ্য এমন ফল নিয়ে আলোচনা করব:

আম- ফলের রাজা আম, আর আম খাওয়ার মৌসুমে আমের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে না এমন বাড়ির দেখা ভার। আমগাছ বাংলাদেশের শহর কিংবা গ্রাম, প্রতিটি বাড়িতেই দেখা যায়। পুষ্টিগুনে ভরপুর আম আমাদের শুধু দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও নানাভাবে উপযোগিতার শীর্ষে। আম আচার, জেলি, মোরব্বা, শরবত করে খাওয়া যায়। প্রক্রিয়াজাত করে আমকে অনেকদিন রেখেও খাওয়া যায়। জনশ্রুতিমতে, প্রায় ছয় হাজার বছর আগে চাষ শুরু হওয়া আম রাজশাহী অঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রসিদ্ধ। আমের ইংরেজি নাম Mango এবং বৈজ্ঞানিক নাম Mangifara indica. কিছু কিছু আম ব্যতীত প্রায় সকল আমই সুস্বাদু। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ প্রতি ১০০ গ্রাম আমের মধ্যে আছে ০.৫ ভাগ প্রোটিন, ০.১ ভাগ ফ্যাট, ০.৫ ভাগ খনিজ পদার্থ, ১২ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০.০১ ভাগ ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস। এছাড়াও লৌহ, ভিটামিন এ, বি এবং সি। অর্থকরী ফসল হিসেবে আমের এখন ব্যাপক জনপ্রিয়।

জাম

জাম একটি চমৎকার স্বাদের বিশেষ ধরণের ফল, যা ঔষধী ফল হিসেবেও বেশ পরিচিত। কেননা, জাম রক্তের চাপ এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চিনে জনপ্রিয় ফল হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই জাম বেশ জনপ্রিয় এবং অর্থকরী ফসল হিসেবেও অনেকে জাম চাষ করেন। এর ইংরেজি নাম Java Plum এবং বৈজ্ঞানক নাম Szzzgium cumir সকল ধরণের মানুষের জন্য জাম অনেক উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি পাওয়া যায়। পরিপক্ক ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন প্রতি ১০০ গ্রাম জামে শতকরা ১৫.৬ ভাগ শর্করা, ০.২৫ ভাগ স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন ০.৭৫ ভাগ, ১৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ১৭ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৭৯ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ৭৪ গ্রাম এবং লৌহ থাকে। টক ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত জামের রস রক্তকে ফিলট্রেট করতে সহায়তা করে।

কাঁঠালজ- াতীয় ফল কাঁঠাল, যার ইংরেজি নাম Jack fruit এবং বৈজ্ঞানিক নাম Artocarepas heterophzllus. মাটির উপরিভাগ থেকে গাছের সরু ডাল পর্যন্ত যেকোন স্থানে কাঁঠালের মুচি (ফুল) হয়, যা পরিণত হয়ে বৃহৎ কাঁঠালে রূপ নেয়। কাঁঠাল রসালো ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত। কাঁঠাল পাতা ছাগলের প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম। পুষ্টিগুণসম্পন্ন প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠালে জলীয় অংশ ৭৭ ভাগ, ২ ভাগ প্রোটিন, ১ ভাগ স্নেহ, ০.৮ ভাগ খনিজ লবণ, আঁশ ১.২ ভাগ, প্রায় ১৯ ভাগ শর্করাসহ লৌহ, ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম থাকে। অর্থকরী ফসল হিসেবে অনেকেই কাঁঠালের চাষ করে থাকেন গ্রামাঞ্চলে।

কলা- বারমাস পাওয়া যায় এমন একটি ফল কলা, তবে গ্রীষ্মকালের কলার চাহিদা ব্যাপক। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও বরিশাল এবং ঝিনাইদহ কলা চাষের জন্য বিখ্যাত। কলা মূলত দু'ধরনের হলেও বিভিন্ন জাতের কলা এদেশে চাষ হয়। তরকারি হিসেবে কাঁচাকলা (কাঁচকলা নামে সমধিক পরিচিত) বেশি জনপ্রিয়, আর পাঁকা কলা হিসেবে সবরি, চিনি চম্পা ও সাগরকলাই বহুল পরিচিত। কলার ইংরেজি নাম Banana এবং বৈজ্ঞানিক নাম Musa Species. কলাতে শতকরা ১.৪ ভাগ প্রোটিন, ০.২ ভাগ ফ্যাট, ৩৭ ভাগ শর্করা, ০.০১ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.০৫ ভাগ ফসফরাসসহ ভিটামিন বি, সি এবং লৌহ থাকে। এক কেজি পাঁকা কলায় প্রায় ১৫০০ ক্যালরি শক্তি থাকে। কলা নিয়ে একটি জনপ্রিয় গান রয়েছে-

"আমার দয়াল বাবা, কলা খাবা - গাছ লাগায়ে খাও,

পরের গাছে হাত দিও, কেন মিটমিটাইয়া চাও বাবারে...।

পেয়ারা-পেয়ারা কাঠবিড়ালির প্রিয় খাবার! তাই বলে আমাদের কম প্রিয় নয়। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলটি নিয়মিত খাওয়া প্রয়োজন। এটি বর্তমানে দেশের গ্রামে-শহরে সর্বত্রই চাষ হয়। সহজলভ্য এই ফলটি বরিশাল ও চট্রগ্রাম অনলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পেয়ারা প্রাপ্তির প্রধান মৌসুম বর্ষাকাল। এর ইংরেজি নাম Guava এবং বৈজ্ঞানিক নাম Pisidiune guava. প্রতি কেজি পেয়ারায় ৬৬০ ক্যালরি শক্তি থাকে এবং শতকরা ১৪.৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ১.৫ ভাগ প্রোটিন, ০.২ ভাগ ফ্যাট, ০.৮ ভাগ খনিজ, ০.০৪ ভাগ ফসফরাসসহ লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি এবং সি পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যের জন্য পেয়ারা বেশ উপকারী ফল। রক্তের প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পেয়ারা এবং পেয়ারা পাতার উপকার লক্ষ্যণীয়। তাই সকলে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌসুমী ফল খাওয়ার চেষ্টা করি, অন্যদেরকে সচেতন করি।

কমলা-লেবু জাতীয় ফল কমলা উপমহাদেশের জনপ্রিয় ফল ও পথ্য হিসেবে সুপরিচিত। কথিত আছে, ভাস্কো দ্য গামা এই ফলটি ভারত থেকে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। টক, মিষ্টি ও ম্যান্ডারিন কমলার মধ্যে মিষ্টি জাতীয় কমলার চাহিদাই বেশি। কমলার ইংরেজি নাম Mandarin orange or Mandarine এবং বৈজ্ঞানিক নাম Citrus reticulata. বরফহীন অথচ গ্রীষ্মে প্রখর তাপ এবং শীতে প্রচন্ড শীত এমনস্থানে কমলার উৎপাদন ভালো হয়। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি টন কমলা উৎপাদন হয়, যার মধ্যে ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে সর্বাধিক। কমলা থেকে রস, জুস এবং জ্যাম-জেলি প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে সিলেটে বেশ ভালো কমলা উৎপন্ন হয়। ভিটামিন সি'সহ বিভিন্ন ভিটামিনে পূর্ণ কমলার জুস অপেক্ষা পাঁকা কমলাই শ্রেয়।

আনারস- আনারস একটি সুপরিত ফল যা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং পাহাড়ী অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়। তবে পাহাড়ী আনারসের স্বাদ অতুলনীয়। বাংলাদেশের হাট-বাজারে গ্রীষ্ম-বর্ষায় জনপ্রিয় ফল হিসেবে পরিচিত, অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মৌসুমী ফলের কদর হিসেবে আভিজাত্য এনে দেয় এটি। গুচ্ছ প্রকৃতির ফল আনারসের ইংরেজি নাম Pine-apple এবং . আনারস একদিকে শরীরে পানির চাহিদা পূরণ করে, অন্যদিকে পুষ্টির অভাব দূর করে। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং ফসফরাস। ওজন নিয়ন্ত্রণেও আনারস বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ হাড়ের গঠন, দাঁতের সুরক্ষা এবং মাড়ির প্রদাহকে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও বদহজম ও হজমজনিত সমস্যা এবং শরীরে রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে হৃৎপিন্ডকে সচল রাখে আনারস।

আমড়া- ভিটামিন সি'সমৃদ্ধ ফলের নাম বলতেই প্রথমে যে ফলটির নাম মাথায় আসে, তার নাম আমড়া। এটি গ্রামীণ মানুষের নিকট গোল্ডেন আপেল হিসেবে সুপরিচিত, যার বৈজ্ঞানিক নাম Stondia Dulcis. বাংলাদেশে দু'প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়। সেগুলো হল দেশি আমড়া ও বিলাতি আমড়া। দেশি আমড়া প্রচন্ড টক স্বাদের হয়, বিলাতি আমড়া টক- মিষ্টি স্বাদযুক্ত। এটি আকারে দেশি আমড়া অপেক্ষা বৃহৎ এবং আঁশযুক্ত। আমড়া থেকে সুস্বাদু আচার, চাটনি এবং জেলি তেরি করা যায়।

প্রতি ১০০ গ্রাম আমড়ায় জলীয় অংশ ৮৩ শতাংশ, খনিজ উপাদান ০.৬ ভাগ, লৌহ ০.৪ ভাগ, আঁশ ০.১ ভাগ, আমিষ ০.১ ভাগ, শর্করা ১৫ ভাগ, এবং ০.৬ ভাগ ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। এসব উপাদান শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এতে প্রচীর পরিমাণে ভিটামিন থাকায় স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। এছাড়াও হজমি শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি নানা ধরণের ইনফেকশন থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সর্দি কিশি উপশমে আমড়া খেলে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়।

তরমুজ-পানিসমৃদ্ধ ফলের মধ্যে তরমুজ শীর্ষে। রসালো মিষ্টি স্বাদের তরমুজে ক্যালরি কম থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে তরমুজ বেশ সহায়ক। পানির অভাব পূরণের জন্য আদর্শ ফল তরমুজের ৯২ শতাংশই পানি। যার ইংরেজি নাম Citrullus এবং বৈজ্ঞানিক নাম Citrullus lanatus.

গ্রীষ্মকালে সতেজ থাকতে তরমুজ অনবদ্য, মৌসুমী এই ফলটির রয়েছু নানান উপকারিতা। এছাড়াও তরমুজে আছে পর্যাপ্ত ভিটামিন এ, সি, পটাশিয়াম ও আঁশ। ভিটামিন বি'৬ এর অন্যতম উৎস তরমুজ, যা মস্তিষ্ক সচল রাখতে বেশ সহায়ক। ফলে তরমুজকে মাথা ঠান্ডা রাখার ফলও বলা যেতে পারে।

তরমুজে ক্যারোটিনয়েড থাকায় রাতকানা প্রতিরোধসহ, চোখ ও দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, তরমুজে প্রচুর পরিমাণে সিট্রুলিন থাকায় মানব দেহের ধমনির কার্যক্রম স্বাশভাবিকরাখতে এবং **রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে।**

পেঁপে- বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় দু'চারটি পেঁপে গাছের দেখা মিলবেই। যা শুধু ফল হিসেবে নয়, তরকারি হিসেবেও ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন। এমনকি রোগীর পথ্য খাবার হিসেবে পেঁপের চাহিদা অনেক। পাঁকা পেঁপে খেতে চায় না এমন মানুষের দেখা ভার। সব ধরণের মানুষ সুস্থ কিংবা অসুস্থ সকল অবস্থায় পেঁপে খেতে প্রস্তুত। তাছাড়া কাঁচা পেঁপে ঝালাই বা সালাদ করে খাওয়ার চাহিদাও রয়েছে। পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে পানি, এন্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন রয়েছে। এটি ভিটামিনের স্টোর হিসেবেও পরিচিত। পেঁপের ইংরেজি নাম Papaza এবং বৈজ্ঞানিক নাম Carica papaza. পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ক্যোরোটিন থাকায় মেদ সমস্যা সমাধানে সহায়ক, এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি থাকায় চোখের সমস্যা ও সর্দিকাশিতে কাজে লাগে। নিয়মিত পেঁপে খেলে হার্ট এটাক, স্ট্রোক, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালাপোড়া, গ্যাস্টিক, পেট ব্যাথা, অজীর্ণ, কৃমি সংক্রমণ, আলসার, আলসার ও কিডনি রোগের ক্ষেত্রে প্রহরী হিসেবে কাজ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা পেঁপেতে ৭.২ গ্রাম শর্করা, ৩২ কিলোক্যিলরি খাদ্যশক্তি, ০.৮ গ্রাম আঁশ. ০.৬ গ্রাম আমিষ, ০.৫ গ্রাম খনিজ লবণ, ৬ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৭০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম এবং ০.৫ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। পেঁপে কাচা হোক কিংবা পাঁকা পুষ্টিগুণে ভরপুর ফলটি নিয়মিত খাওয়া উচিত।

আমলকী-ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের নাম মাথায় আসলে আমলকীর নাম বিশেষভাবে স্বীকৃত। ঐর শুধু পুষ্টিগুণে নয়, ঔষধিগুণেও এর বেশ কদর রয়েছে। এজন্য আমলকীকে অমৃত ফল হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এটি একটি শীতকালীন ফল। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং ফল পাঁকে। এর ইংরেজি নাম Eneblic mzrabolance এবং বৈজ্ঞানিক নাম Emblica officinalis.

আমলকীর ফলগুলো ছোট এবং গোলাকৃতির। বেশ মাংসল, রসালো এবং ভেতরে পানির মতো স্বচ্ছ দেখায়। ভেতরে যে শক্ত আঁটি থাকে তাতে ছয়টি করে সুপুষ্ট বীজ থাকে। কিছুটা টক স্বাদযুক্ত এই ফলটির জন্মস্থান কারও মতে ভারত, আবার কেউবা বলেন ভিয়েতনাম। আমলকীর প্রতিটি ফলে প্রায় ৮১ শতাংশ পানি বা জলীয় রস থাকে। এছাড়াও প্রোটিন ০.৫ ভাগ, স্নেহ ০.১ ভাগ, খনিজ ০.৭ ভাগ, ফসফরাস ০.০২ ভাগ এবং লৌহ থাকে ১.২ ভাগ। প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীর শাঁসে ৬০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

আতা-স্বল্পজীবি ফলদ উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত আতা একটি অন্যতম ফল। এটি বাড়ির আনাচে-কানাচে, ঝোপঝাঁড়ে অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠে। আতা গাছ ৬ - ৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। শীতকালে আতা গাছের পাতা ঝরে যায়। শীতের শেষে বসন্ত এসে আতা ফল পাঁকিয়ে দেয় সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। এই আতা গাছে কাঁঠালি চাঁপার মতো বাহারি সুগন্ধি ফুল আসে মে-জুন মাসে। কথিত আছে, নাবিক কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগেই পর্তুগিজরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন দ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আতা নিয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে এটি ছড়িয়ে যায়।

চমৎকার স্বাদযুক্ত এই ফলের ভেতরে নরম শাঁস থাকে। এটি বিভিন্ন আকারের হতে পারে। আমাদের দেশে লালচে ও সাদা রঙের ফলগুলোই বেশী দেখা যায়। আতা ফলের ইংরেজি নাম Bul-locks heart এবং বৈজ্ঞানিক নাম Anona reticulate. প্রোটিন, স্নেহ, খনিজ লবণ, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লৌহ সমৃদ্ধ এই ফলটিতে যথেষ্ট ক্যালরি বিদ্যমান।

সফেদা

ছোট বেলায় ছফেদা নামটি শুনলে ভাবতাম এটি ফল নাকি মেয়ে মানুষের নাম! হ্যা, চমৎকার স্বাদযুক্ত এবং পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এটি একটি ফলের নাম। গাছ মাঝারি আকৃতির এবং ৮-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আমাদের দেশের খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে প্রচুর ছফেদা উৎপন্ন হয়। সবুজ বর্ণের পাতাগুলো দেখতে ডিস্বাকৃতির। মেটে বর্ণের এই ফলটি সবার কাছেই বেশ জনপ্রিয়।

দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো সফেদার জন্মস্থান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি শীতকালীন ফল, তবে ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে যা দেখতে বকুল ফুলের মতো। ছফেদার ইংরেজি নাম Neesberr এবং বৈজ্ঞানিক নাম Manilkara Zapota.

ছফেদা কাঁচা খাওয়ার উপযোগী নয়। পাঁকা ফলের গায়ের রঙ দেখতে অনেকটা বাদামি বর্ণের এবং শাঁস রসালো ও মিষ্টি। প্রতি ১০০ গ্রাম সফেদায় ০.৭ ভাগ প্রোটিন, ১.১ ভাগ ফ্যাট, ০.৫ ভাগ খনিজ, ২১.৪ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০.২৮ ভাগ ক্যালসিয়াম। এছাড়াও ফসফরাস, ভিটামিন ও লৌহ পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ফল থেকে ৭০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

লটকন- লটকন গাছটি দক্ষিণ এশিয়ায় বুনোগাছ হিসেবে জন্মালেও বাংলাদেশ, মালেশিয়া ও থাইল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। টক-মিষ্টি স্বাদযুক্ত এই ফলটির বৈজ্ঞানিক নাম Baccaurea motlezana. এটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। Rambi– Rambai– Mafai farang– Lamkhae– Ramai প্রভৃতি নাম রয়েছে এর। এটি ১০-১২ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। ফলের আকার ছোট এবং থোকায় থোকায় আঙুরের ফলের মতো দেখতে। এর ফুলগুলো সুবাস ছড়ায় আর ফলে পরিণত হলে হলুদ বর্ণেও দেখায়। লটকন গাছের বাকল থেকে রং সংগ্রহ করা হয় যা রেশম সুতা রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ফল সরাসরি খাওয়া যায়, তবে জ্যাম জ্যালি তৈরিতে বেশী ব্যহৃত হয়। বাংলাদেশে এক সময় অপ্রচলিত ফলের তালিকায় থাকা এই ফলটি বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এতে এমাইনো এসিড ও এনজাইম থাকে যা শরীর গঠন ও কোষের সুস্থতার সহায়ক।

বাংলাদেশের নরসিংদীতে লটকনের ফলন সর্বাধিক। বর্তমানে সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় বাণিজ্যিকভাবে লটকন চাষ করা হচ্ছে। সুমিষ্ট এই ফলটির চাষ বৃদ্ধির পাশাপাশি জনপ্রিয়তাও বেড়েছে বেশ।

কৎবেল-কৎবেল একটা দেশীয় ফল। ভারতীয় উপমহাদেশই এর জন্মস্থান অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার কৎবেল এর বিস্তৃতি বেশী। ফলটি অনেকটা ক্রিকেট বলের মতোই তবে রঙে ভিন্ন! কাঁচা ফলের রং ধূসর বর্ণের এবং পাঁকা ফল কালচে রঙের হয়।

কৎবেলের গাছ ১৫-১৬ মিটার লম্বা হতে পারে। এর পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের, ঘন, ছায়াযুক্ত এবং বেশ গন্ধযুক্ত। ডালে ছোট ছোট কাটা থাকে এবং শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। সাধারণত মার্চ - এপ্রিল মাসে গাছে ফুল ফোটে। ফুলের রঙ বাহারি লাল সাদা হয়ে থাকে। কাঁচা কিংবা পাঁকা উভয় অবস্থাতেই এই ফল খাওয়া যায়।

কৎবেল পুষ্টিগুণের দিক থেকেও সমৃদ্ধ। এর ইংরেজি নাম Eliphant apple এবং বৈজ্ঞানিক নাম Feronia Linconia. প্রায় ৭০ ভাগ জলীয় রসযুক্ত ফলটিতে ৭.৩ ভাগ প্রোটিন, ০.৬ ভাগ স্নেহ, ১.৮ ভাগ খনিজ লবণ, ১৫.৫ ভাগ শর্করা এবং ৫.২ ভাগ আঁশ বিদ্যমান। এছাড়াও ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও লৌহ রয়েছে। এই ফলের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফলের একটি ছড়া আছে:

'আম জামরুল কৎবেল
অতা আম নারিকেল
তাল তরমুজ আমড়া
কামরাঙ্গা বেল পেয়ারা
পেঁপে ডালিম জলপাই
বরই দিলাম আর কি চাই?"

ফোনে ভিডিয়ো রাখতে জায়গা বাড়াবেন কী ভাবে?

বন্ধুদের সঙ্গে কত দিন পরে ঘুরতে গিয়েছেন। সুন্দর মুহূর্তগুলি যেই না ক্যামেরাবন্দি করতে যাচ্ছেন, অমনি ফোনের পর্দায় ভেসে উঠল, জায়গা একেবারেই খালি নেই। এখন পুরনো ছবি বা ভিডিয়ো না মুছে ফেললে নতুন কিছু রাখাও যাবে না। আপনি হয়তো ভাবছেন কোনটি ছেড়ে কোনটি ডিলিট করবেন। এ দিকে ফোনের "ইন্টারনাল স্টোরেজ" ভর্তি হয়ে গিয়েছে, মেমরি কার্ডও প্রায় ভর্তি। তা হলে উপায়?

কমবেশি প্রায় আমরা সকলেই এই সমস্যায় ভুক্তভোগী। ফোনের

মেমরি ভর্তি মানেই যখন-তখন ফোন হ্যাং করে যাবে। গতি তো কমবেই। সেই সমস্যা দূর করতে এখন মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি বেশি স্টোরেজের স্মার্টফোন বানাচ্ছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটছে না। কিন্তু এমন হচ্ছে তার কিছু কারণ আছে। সেগুলি জানলেই ফোনের গতিও বাড়াতে পারবেন আর পুরনো ছবি বা ভিডিয়ো অথবা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য না মুছেই ফোনের জায়গাও বাড়াতে পারবেন।

কোন কোন উপায়ে জায়গা বাড়বে ফোনে?

১) ফোনে ইন্টারনেট সবসময়েই চালু থাকে আমাদের। তা ছাড়া বেশ কিছু অ্যাপ ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডেও চলতে থাকে। এতে অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। পাশাপাশি ফোনের মেমরি ক্যাশে ভরে যায়। তাই মাঝেমধ্যে ফোনের ক্যাশে মেমরি ক্লিয়ার করলে এই ধরনের সমস্যা হয় না।

২) মোবাইলে অযথা কিছু বড় বড় ফাইল ডাউনলোড হয়ে পড়ে থাকে। এতে অনেকটা স্টোরেজ নষ্ট হয়ে যায়। তাই দেখে নিন, আপনার মোবাইলে কী কী বড় বড় ফাইল রয়েছে। যেগুলি আপনার কাজের নয়, সেগুলি ফোন থেকে মুছে দিন।

৩) ফোনের বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করার জন্যও র্যামের মেমরি নষ্ট হয়। এমন কিছু অ্যাপ আমরা ফোনে ইনস্টল করি যা হয়তো সবসময়ে ব্যবহারও হয় না। আবার কিছু অ্যাপ এমনিই পড়ে থাকে, আপনি সেগুলি খুলেও দেখেন না। তাই অপ্রয়োজনীয় যত অ্যাপ রয়েছে তা মুছে দিন। এতে ফোনের জায়গা অনেকটাই বাড়বে।

৪) আমাদের মোবাইলে অনেকটা জায়গা নিয়ে নেয় ছবি ও ভিডিয়ো। হোয়াটঅ্যাপ থেকে অথবা সমাজমাধ্যম থেকে অনেক অপ্রয়োজনীয় ছবি বা ভিডিয়ো ফোনে ডাউনলোড হয়ে যায়। তাই সবচেয়ে আগে ফোনের সেটিংসে গিয়ে "অটো-ডাউনলোড" অপশন বন্ধ করুন। তার পর আপনার ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়োগুলি বাদ দিয়ে, অপ্রয়োজনীয় ছবি ও ভিডিয়ো মুছে দিন। যদি সেগুলিও ডিলিট করতে না চান, তা হলে অন্য কোনও ডিভাইসে যেমন ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে স্টোর করে রাখতে পারেন।

৫) যদি ল্যাপটপ, কম্পিউটার বা হার্ডডিস্কও ভরে যায়, তবে বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে পারেন ক্লাউড। গুগল থেকে শুরু করে সমস্ত মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থারই নিজস্ব ক্লাউড স্টোরেজ রয়েছে। সেখানেই প্রয়োজনীয় ডেটা স্টোর করে রাখতে পারেন। তবে ক্লাউড স্পেসও অফুরন্ত নয়। সেটা শেষ হয়ে গেলে মূল্য দিয়ে বাড়তি স্পেস কিনতে হবে। তাই খেয়াল রাখুন একই ছবি বার বার সেভ হচ্ছে কি না। বাড়তি ছবি সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে ফেলার অভ্যাস তৈরি করুন।

৬) অ্যান্ড্রয়েড ফোনে স্মার্ট ক্লিনারের অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যায়। একটি নামিয়ে নিয়ে নিয়মিত ফোনের মেমরি পরিষ্কার করুন। এতে ফোনের গতিও বাড়বে, জায়গাও। হ্যাং করার সম্ভাবনা কমবে।

গরমে আনারস খাওয়ার যত উপকার

প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসেন

এই গরমে আনারসের জুস করে খেতে পারেন। কারণ আনারসের জুস স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। এটি ইমিউনিটি বা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গরমের এই সময়টায় রাস্তার পাশে, হাটবাজারে, শহরের অলিগলিতে আনারস বেশ সহজলভ্য। এই রসালো ফলটি দেহের জন্যও খুব উপকারী। গ্রীষ্মে প্রতিদিনই বাড়ছে রোদের তীব্রতা, সেই সঙ্গে বাড়ছে রোগবালাই। গরম থেকে হঠাৎ করেই ছোট বড় সবারই হতে পারে জ্বর, সর্দি-কাশি, বুকে কফ জমার মতো সমস্যাগুলো। অবাক করার মতো হলেও সত্যি, এসব রোগ উপশমে আনারস খুব ভালো কাজ করে। পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল হচ্ছে আনারস। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, থিয়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, ভিটামিন বি-৬, ফোলেট, প্যান্টোথেনিক এসিড, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ও বিটা ক্যারোটিন আছে। যা জ্বর, সর্দি-কাশি, বুকে কফ জমা সারাতে ভালো কাজ করে। এ ছাড়া হৃদরোগসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়তে আনারসের থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপকারী। আনারস হৃদরোগসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়তে আনারসের থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপকারী আনারসের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে ফ্রুট জুসারের সাহায্যে রস তৈরি করে নিন।

এবার একটি কাপের অর্ধেক পর্যন্ত আনারসের রস নিয়ে তাতে এক চামচ মধু মিশিয়ে নেবেন। এই মিশ্রণ নিয়মিত খেলে সহজেই কাশি থেকে মুক্তি মিলবে। আনারসের রসের সঙ্গে মধু, লবণ ও সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। দিনে তিনবার খেলে, ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে উপকার পাবেন। সর্দি-কাশি, বুকে শ্লেষ্মা বা কফ জমা কমবে। আনারস জুসের অন্যান্য পুষ্টিগুণ। পুষ্টির অভাব দূর করে আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। এসব উপাদান দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করে। যারা ওজন কমাতে চান, তারা নিয়মিত আনারসের জুস খেতে পারেন। এতে প্রচুর ফাইবার ও কম ক্যালরি আছে। জুসের পাশাপাশি আনারস দিয়ে সালাদ তৈরি করেও খেতে পারেন। আনারসের জুসে আছে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের বড় উৎস। এটি হাড় মজবুত করে। প্রতিদিন এক গস্ন্যাস করে আনারসের জুস পান করলে হাড়ের সমস্যাজনিত যে কোনো রোগ প্রতরোধ করা সম্ভব।

গরমের কারণে হওয়া জ্বরজারি, সর্দি-কাশি, বুকে কফ জমা থেকে রক্ষা করে আনারস গরমের কারণে হওয়া জ্বরজারি, সর্দি-কাশি, বুকে কফ জমা থেকে রক্ষা করে আনারস। দাঁতের মাড়ি শক্ত করতে এবং দাঁত শক্ত করতেও প্রতিদিন এক গস্নাস আনারসের জুস পান করতে পারেন।

মূলত আনারসে থাকা ক্যালসিয়াম দাঁতের সুরক্ষায় কাজ করে। দাঁতে জীবাণুর আক্রমণ কমাতে এবং দাঁত ঠিক রাখতে আনারসের জুস ভীষণ উপকারী। আনারসের জুস ম্যাক্যুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ রোগটি চোখের রেটিনা নষ্ট করে দিতে পারে এবং ধীরে ধীরে অন্ধত্বের দিকে ঠেলে দেয়। আনারসে আছে বেটা ক্যারোটিন। প্রতিদিন আনারসের জুস খেলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। বদহজম বা হজমজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আনারসের জুস পান করতে পারেন। বদহজম বা হজমজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ইফতারে আনারসের জুস পান করতে পারেন।আনারসের জুস হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকরী। আনারসে আছে ব্রোমেলিন- যা হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

বদহজম বা হজমজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ইফতারে আনারসের জুস পান করতে পারেন। দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না আনারসের জুস। ফলে হৃৎপিন্ড শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করতে পারে খুব সহজে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃৎপিন্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে।

আনারস রসালো ও তৃপ্তিকর সুস্বাদু ফল। ফলটিতে অঁশ ও ক্যালোরি ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম থাকে। কলস্টেরল ও চর্বিমুক্ত বলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর জুড়ি নেই। আনারস মিষ্টি, রসালো ও তৃপ্তিকর সুস্বাদু ফল যা মানব দেহের জন্য অনেক উপকারি। পুষ্টিগুণে ভরপুর ফলের নাম আনারস। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতেও আনারসের জুড়ি নেই। আনারসে ব্রোমেলিন নামক এনজাইম থাকে- যা হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই বদহজম বা হজমজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আনারস খাওয়া যেতে পারে। ভাইরাসজনিত ঠান্ডা ও কাশি প্রতিরোধ করে।

আনারসে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে। এছাড়া এতে কোনো ফ্যাট না থাকায় পরিমিত পরিমাণে আনারস খেলে বা আনারসের জুস পান করলে তা শরীরের ওজন কমাতে সহায়ক হতে পারে। আনারস তাই আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণের পথ্য হতে পারে। দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এই ফল। ফলে শিরা-ধমনির মধ্য দিয়ে সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে।

আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালরি- যা আমাদের শক্তির জোগান দেয়। এতে থাকা প্রোটিন ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে কুঁচকে যাওয়া থেকে বাঁচায়।

ট্রেনে উন্নত ওয়াটার লেভেল মনিটরিং সিস্টেম চালু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের
এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাভ করা প্রথম ট্রেনটি হলো ব্রহ্মপুত্র মেল

মালিগাঁও, ১৭ আগস্ট, ২০২৪: সুরক্ষা ও যাত্রী সুযোগ-সুবিধা উন্নত করতে তার পরিচালন ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স এবং আইওটি-ভিত্তিক ডিভাইসের মতো আধুনিক প্রযুক্তি একত্রিত করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের ফলে ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ব্রহ্মপুত্র মেল এক্সপ্রেস ট্রেনে উন্নত ওয়াটার লেভেল মনিটরিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। দূর-পাল্লার ট্রেনগুলিতে জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই উদ্ভাবনীমূলক সিস্টেম এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এই সিস্টেমের ফলে যাত্রীরা অবিরতভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে জলের উপলব্ধতা নিশ্চিত করবে।
ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর হলো একটি রিয়াল-টাইম ওয়াটার মনিটরিং সিস্টেম, যা ব্রহ্মপুত্র মেল এক্সপ্রেসের একটি রেকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। এই উন্নতমানের সমাধানের মাধ্যমে ট্রেনের ওয়াটার ট্যাংকে জলের স্তরের অবিরত এবং সঠিক নিরীক্ষণ করা যায়। এটি লোরা এবং জিপিআরএস-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবহার করে ডেটার লং-রেঞ্জের লো-পাওয়ার ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিশন সক্রিয় করে, এটি নির্দিষ্টভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য উপযোগী। এই সিস্টেমে প্রোগ্রামেবল রিয়াল-টাইম ডেটা লগিং ও স্টোরেজ রয়েছে, একটি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার সেন্সর দ্বারা ডেটা ক্যাপচার এবং প্রেরণ করা হয়, যা ০ºস সেলসিয়াস থেকে ৭০ºস সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও ১ এম. থেকে ৫ এম.- এর মধ্যে ০.৫ নির্ভুল জলের স্তর পরিমাপ করে। এই সিস্টেমটিতে নির্দিষ্ট সময়স্ট্যাম্পের সাথে ডেটা লগিং সমন্বয় করতে একটি বিল্ট-ইন রিয়াল-টাইম ঘড়িও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে সহায়ক হবে এবং জলের দক্ষ ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করা যাবে।
এই পদক্ষেপটি যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করার প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলিত করে। চব্বিশ ঘণ্টা জলের উপলব্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটরটি দূর-পাল্লার রুটগুলিতে পরিষেবার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখতে একটি অপরিহার্য টুল হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে।
ভারতীয় রেলওয়ের সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও তার দূর-পাল্লার ট্রেনগুলিতে এমন উদ্ভাবনীমূলক রূপায়ণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, এমন পাইলট প্রজেক্টের সফল রূপায়ণের ফলে অন্যান্য ট্রেনগুলিতেও এর ব্যাপক ব্যবহারের সূচনা ঘটতে পারে, যার ফলে ট্রেন যাত্রার সময় জল ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ব্রহ্মপুত্র মেল এক্সপ্রেসে যাত্রা করা যাত্রীরা এখন থেকে অধিক আরামদায়ক যাত্রা উপভোগ করতে পারবেন, সম্পূর্ণ যাত্রার সময়ে নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ করবেন।

আর জি কর মেডিক্যালে তাণ্ডবে জারি ধরপাকড়, ধৃত বেড়ে ৩০

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভাঙচুরের ঘটনায় জারি রয়েছে ধরপাকড়। শনিবার সকাল পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০। শুক্রবার পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ২৪ জনকে। এর পর নতুন করে আরও ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
আর জি কর হাসপাতালে নির্যাতিতা চিকিৎসককে হত্যা নিয়ে তুলকালামের মধ্যে মূল ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৪ আগস্ট রাতে ‘রাত দখল’ কর্মসূচিতে অংশ নেন মহিলারা। অভিযোগ, ওই রাতেই আর জি করে ঢুকে তাণ্ডব চালায় প্রচুর বহিরাগত। ভেঙে তছনছ করা হয় হাসপাতাল। জখম হন আন্দোলনরত চিকিৎসক ও পুলিশকর্মীরা। জরুরি বিভাগ, ওষুধের স্টোররুম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
হাসপাতালে বহিরাগতরা কীভাবে ঢুকে এই তাণ্ডব চালালো, তা নিয়ে অভিযোগ ও প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা ‘ব্যর্থতা’র অভিযোগে কার্যত দায় স্বীকার করে নেন সিপি। তিনি বলেন, “আরজি করের সামনে আন্দোলন যে আচমকা হিংসাত্মক হয়ে উঠবে, ভাবতে পারিনি। আমাদের ভাবনায় ভুল ছিল। একে আমাদের ব্যর্থতা বললে বলতে পারেন।”বৃহস্পতিবার থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজ করে ধরতে শুরু করে পুলিশ।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে আইএমএ। যার জেরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা। বন্ধ রয়েছে আউটডোর। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা। প্রসঙ্গত, আর জি করের ঘটনার পর থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে। চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। চিকিৎসা করাতে এসে বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালেও চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে ফিরে যান অনেকে। এদিন হাসপাতালে ছুটে আসেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জরুরি ভিত্তিতে রোগী দেখার ব্যাবস্থা করেন তিনি। শীঘ্রই চিকিৎসা পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক হয় এমনটাই দাবী জানান রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, গোটা দেশ জুড়ে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি চলছে। এর প্রভাব পড়ছে হাসপাতালে। আউটডোর বন্ধ রাখা হয়েছে।তবে আমরা কথা বলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয় : কিরেন রিজিজু

ভুবনেশ্বর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি যে উদ্বিগ্ন তাও জানিয়েছেন। শনিবার সকালে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, ’পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়। এটা শুধু ডাক্তার ও নার্সদের চিকিৎসা সম্মিলনের বিষয় নয়। এটি একটি দেশব্যাপী সমস্যা। এটি একটি নিরাপত্তা এবং একটি সামাজিক সমস্যা। এটা সবার জন্য উদ্বেগের বিষয়, সাধারণ মানুষও বিক্ষুব্ধ।’

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, নিম্নচাপে উত্তাল থাকবে সমুদ্র

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জন্য আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। যার ফলে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতায়ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারে নেমে এসেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। তবে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের শেষ দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ১.৩৬ ডলার বা ১.৬৮ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৬৮ ডলারে ছিল। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ১.৫১ ডলার বা ১.৯৩ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৭৬.৬৫ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শিলিগুড়ি হাসপাতালে চলছে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি

শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য। প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীক্ষার্থীরা। আরজি করে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে আইএমএ। ইমারজেন্সিতে রোগী দেখলেও, আউটডোরে রোগী দেখবেন না চিকিৎসকরা। শনিবার সকাল থেকেই দেশের প্রতিটি সরকারি বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা। সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও চলছে কর্মবিরতি। আইএমএ শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মঞ্চ তৈরি করে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ সমেত সমস্ত অস্ত্রোপচার বন্ধ রয়েছে। তবে জরুরি বিভাগে রোগী দেখছেন শিলিগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। হাসপাতালের এই অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও। সকাল থেকেই সকলে পালা করে অবস্থানে বসছেন।

শিলিগুড়িতে গণধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্টঃ (হি. স.) : শিলিগুড়িতে গণধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে শনিবার দেখা করলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার নাবালিকাকে ডাকা হয়। এরপর কাওয়াখালি এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।ঘটনার পর লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় এনজেপি থানায়।সেই অভিযোগ পেয়ে রাতেই পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে ৩ জন নাবালক রয়েছে। ঘটনার পর এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। পরিবারকে ন্যায়বিচার ও সবরকমভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

অলিম্পিকে সোনা জয়ী পাকিস্তানি অ্যাথলিটকে মহিষ উপহার দিলেন শ্বশুর

করাচি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ৪০ বছর পর অলিম্পিকে পাকিস্তানকে সোনা এনে দিয়েছেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম। এই অ্যাথলিট নিজের দেশে প্রশংসায় ভাসছেন। দেশের অনেক সংস্থা থেকে পুরস্কৃত হচ্ছেন তিনি। তবে জ্যাভেলিন থ্রোয়ার সবচেয়ে আলোচিত পুরস্কারটি পেলেন নিজের শ্বশুরের কাছ থেকে। তিনি শ্বশুরের কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে পেলেন একটি মহিষ। নাদিম এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে হাসি মুখে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘উনি আমাকে ৫ একর জমি দিতে পারতেন।

আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে, মন্তব্য লালুপ্রসাদ যাদবের

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। তাঁর মতে, আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিল্লিতে এসেছেন লালুপ্রসাদ যাদব।এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, ’আন্দোলনে থাকা চিকিৎসকদের বিচার প্রদান করতে হবে। সেখানে প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারের সঙ্গে যা ঘটেছে তা বর্বরোচিত।” লালু বলেছেন, মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত জঘন্য।

সঞ্জয় ঘোষকে টানা জেরা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সঞ্জয় ঘোষ শনিবার অফিসটাইম শুরু হতে না হতেই হাজির হন সিবিআই দফতরে। তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে চলে জেরাপর্ব।
এদিন সকাল দশটা নাগাদ ক্যাবে করে পৌঁছন সিবিআই দফতরে। এদিনও সিজিও কমপ্লেক্সের পিছনের গেট দিয়ে কড়া নিরাপত্তায় ভিতরে ঢোকেন। সেই সময় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অনুরোধ, “দয়া করে বলবেন না, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।” সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার সময় তিনি আরও বলেন, “আমাকে সিবিআই তদন্তের স্বার্থে ডেকেছে। আমি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। দয়া করে বলবেন না আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।” প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ মাঝরাস্তা থেকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সূত্রের খবর, রাত দেড়টা পর্যন্ত ম্যারাথন জেরা করা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। এর পর গভীর রাতে সিজিও কমপ্লেক্সের পিছনের দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়ে যান বলেই খবর। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ফের পিছনের দরজা দিয়ে সিবিআই দফতরে দ্বিতীয়বার ঢোকেন তিনি। সাধারণত যে পথ দিয়ে সকলে সিবিআই দফতরে ঢোকা বেরনো করেন, সেই পথে কেন যাতায়াত করছেন না সন্দীপ ঘোষ, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চাপানউতোর তৈরি হয়েছে।

আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে বাংলাদেশেও মেয়েদের রাতে সমাবেশ

চট্টগ্রাম, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের নানা প্রান্তে আন্দোলন হয়েছে। শুক্রবার রাতে এর সমর্থনে রাতের ঢাকা, চট্টগ্রামের দখল নিল বাংলাদেশের প্রচুর মেয়ে। দেশটির কিছু জেলায় একইভাবে মহিলাদের জমায়েতের খবর এসেছে।
গভীর রাত পর্যন্ত বড় জমায়েত হয় ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে। সেখানে কয়েক হাজার নারী মোমবাতি হাতে হাজির হয়ে আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের শিকার চিকিৎসক এবং বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।
সেখানে হাজির ছিলেন ঢাকা-সহ রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও। সেখানে রাতভর চলে ভাষণ, প্রতিবাদী গান ও স্লোগান।
উপস্থিত নানা বয়সের নারীরা সমাজকে পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকল থেকে মুক্ত করার কথা বলেন।
এপারের মতো ওপারেও মহিলাদের আন্দোলনে হাজির ছিলেন বহু পুরুষ।
উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। চট্টগ্রাম শহরের বিপ্লব উদ্যানের সমাবেশে বড় ব্যানারে লেখা ছিল ‘মেইফুয়া অক্কল রাইত দহল গরো’, অর্থাৎ মেয়েরা রাত দখল করো।
চট্টগ্রামের জমায়েতে বাংলাদেশে ধর্ষণ-খুনের শিকার হওয়া নারীদের স্মরণ করা হয়।
রাত দখলের আন্দোলন হয় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীরা হাসিনা উৎখাতের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের সমস্ত থানার পুলিশ প্রশাসনকে রাখীবন্ধনের ডাক

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে সুরক্ষার আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের সমস্ত থানার পুলিশ প্রশাসনকে রাখীবন্ধনের ডাক দিয়েছে।
‘রাখী সুরক্ষার প্রতীক” এই ভাবনাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, চিকিৎসক সহ সমস্ত কর্মচারীদের সুরক্ষার আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের সমস্ত থানার পুলিশ প্রশাসনকে সোমবার রাখীবন্ধনের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গর (বিদ্যালয় শিক্ষা) রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামানিক এক বিবৃতিতে শনিবার জানান, বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ডাক্তার সহ সমস্ত কর্মচারীর ওপর নানারকম আক্রমণ ও হত্যালীলা চলছে। এই নিপীড়ন ও মৃত্যু মিছিলের বিভীষিকা আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, উৎসবের দিনগুলোকেও এক বিষাদের মেঘে ঘিরে রেখেছে। তা আপনাদের সামনে তুলে ধরি আরও একবার
১) রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের ওপর বহিরাগতদের আক্রমণ,২) রামপুরহাট কলেজে অধ্যক্ষ ও এক শিক্ষাকর্মীকে মানসিক নির্যাতন ও নিগ্রহ এবং ঝাড়গ্রাম কলেজেও একইরকম ঘটনা, ৩) ভাঙ্গর কলেজের শিক্ষিকাকে জগ ছুঁড়ে মারা, ৪) দাঁড়িভিট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গিয়ে রাজেশ ও তাপসের হত্যা,৫) ভোট নিতে গিয়ে শিক্ষক রাজকুমার রায়ের মৃত্যু, ৬)বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বলায় সুতির প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু বাবুর ওপর হামলা এবং তাঁকে সেই বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র বদলি করানো,৭) হিলির ত্রিমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে কথা বলায় বিদ্যালয়ের ভেতরে তার ওপর আক্রমণ এবং বস্ত্র হরনের চেষ্টা, ৮) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর আক্রমণ এবং অকথ্য গালিগালাজ,৯) হাওড়া শ্যামপুর থানার নওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠের স্টাফরুমে ঢুকে শিক্ষকদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ, ১০) সোনারপুর বলরামপুর এম এন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর বহিরাগতদের আক্রমণ, ১১)যাদবপুরের ছাত্র স্বপ্নদীপের হত্যা, ১২) গঙ্গারামপুর থানার অশোকগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে কথা বলায় তাকে গ্রেফতার করে হাজতবাস করানো, ১৩)কোন্নগরের হীরালাল পাল কলেজে শিক্ষক নিগৃহীত,১৪) কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ক্লাসে ঢুকে কুকথা ও দুর্ব্যবহারের ঘটনায় নিগৃহীত শিক্ষিকা, ১৫) কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জাতি তুলে অপমান,১৬) ছোট জাগুলিয়া হাইস্কুলে অস্থায়ী কর্মচারী শিবু সি এর মৃত্যু,১৭)উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ও কালিয়াগঞ্জ ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুন, ১৮)পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানার ছাত্রীর ধর্ষন ও খুন, ১৯) সর্বশেষ কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে এক তরুণী চিকিৎসককে হাসপাতালের ভেতরেই ধর্ষণ করে খুন।
আমরা ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা,অধ্যাপক -অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ডাক্তার সহ সমস্ত কর্মচারীরা এই রাজ্যে আতঙ্কিত, ভীত এবং অসুরক্ষিত। এই সমস্ত আক্রমণ, হামলা, নিগ্রহ ও হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং শাস্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে রাখীবন্ধনের মাধ্যমে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের সমস্ত থানার পুলিশ প্রশাসনের নিকট সুরক্ষার আবেদন করছি।’

সোমবার হাইলাকান্দিতে মন্ত্রী রণজিৎ দাস

হাইলাকান্দি (অসম) ১৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, গ্রাহক পরিক্রমা, আইন ও বিচার মন্ত্রী রণজিৎ দাস বরাক উপত্যকা সফরের তৃতীয় দিনে সোমবার হাইলাকান্দি আসছেন। সোমবার তিনি সকাল সাড়ে ১০ টায় কাটলিছড়া উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় পরিদর্শন করবেন এবং অমৃত সরোবর প্রকল্প সহ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখবেন। এরপর তিনি লালা উন্নয়ন খন্ডের প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করবেন। মন্ত্রী রঞ্জিত দাস এরপর বিকাল ৩ টায় হাইলাকান্দির দলীয় কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টায় জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, গ্রাহক পরিক্রমা,পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এরপর মন্ত্রী হাইলাকান্দি সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করে পরদিন মঙ্গলবার করিমগঞ্জ চলে যাবেন।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে কর্মবিরতির প্রভাব, খোলা থাকল জরুরি বিভাগ

মেদিনীপুর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকদের যে কর্মবিরতি চলছে, তার প্রভাব পড়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার সকালে শুনশান ছিল হাসপাতাল চত্বর। জরুরি বিভাগ খোলা ছিল। রোগীদের খুব একটা দেখা মেলেনি। হাসপাতালে জরুরি বিভাগ ছাড়া অন্য পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সে রকমটাই দেখা গেল। ডাক্তারদের সর্বভারতীয় সংগঠন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন শনিবার সকাল ৬টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে।

গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভার্চুয়ালি যোগ দিলেন ড় ইউনূস
বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ

মনির হোসেন
ঢাকা, ১৭ আগস্ট: বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুবচনবাদী গণতন্ত্র রূপান্তর নিশ্চিত করতে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার তৃতীয় ভয়েস অব গ্লেবাল সাউথ সামিটে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা জানান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করা অন্তর্বতী সরকারের অন্যতম কাজ। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড় মুহাম্মদ ইউনূস। বক্তব্যে বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সব স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনার কথা জানান ড় ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা সবাই জানেন যে, গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ একটি ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ এর সাক্ষী হয়েছে। আমাদের বীর ছাত্রদের নেতৃত্বে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগদানের মাধ্যমে যা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সবার সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আর্থিক ব্যবস্থাকে নতুন ঢেলে সাজাতে হবে।

ভারতের নয়াদিল্লিতে তৃতীয় ভয়েস অব দ্য গ্লেবাল সাউথ সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শুক্রবার ফোনালাপে সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানান নরেন্দ্র মোদি। তখন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি হন প্রধান উপদেষ্টা।
শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা থেকে এই বৈঠকে যোগ দেন ড় মুহাম্মদ ইউনূস। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থানে ইন্টিগ্রাল রিং মেট্রো রেল প্রকল্পে অনুমোদন দিল

নয়াদিল্লী, ১৭ আগস্ট ২০২৪:প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শুক্রবার মহারাষ্ট্রের থানে ইন্টিগ্রাল রিং মেট্রো রেল প্রকল্প করিডোর অনুমোদন করেছে। ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোরটি ২২টি স্টেশন সহ থানে শহরের পশ্চিম দিকের পরিধি বরাবর চলবে। এই প্রকল্পের একদিকে উলহাস নদী এবং অন্যদিকে সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান পরেছে।

এই রিং মেট্রো রেল প্রকল্প শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং এরফলে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হবে। রাস্তায় যানজটও হ্রাস পাবে। প্রকল্পটি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে অন্যতম ভুমিকা নেবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ১২,২০০.১০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মহারাষ্ট্র সরকার সমানভাবে এই প্রকল্পের ব্যয় বহন করবে এবং কিছু অংশ তহবিল দ্বিপাক্ষিক সংস্থা থেকে আসবে। স্টেশনের নামকরন, কর্পোরেটের জন্য অধিকার দেওয়া, সম্পদের নগদীকরনের মাধ্যমেও তহবিল সংগ্রহ করা হবে। এই প্রকল্পে করিডোর প্রধানত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের কর্মচারীদের পরিবহনে বড় সুবিধা দেবে। এই প্রকল্প আগামী ২০২৯ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মেট্রো লাইনটি প্রতিদিনের হাজার হাজার যাত্রীদের, বিশেষ করে ছাত্রদের এবং যারা প্রতিদিন অফিসে এবং কর্মক্ষেত্রে যান, তাদের দ্রুত ও লাভজনক পরিবহন খরচে যাতায়তের সুবিধা দেবে। প্রকল্পটির ভাবি রূপরেখা অনুযায়ী, অনুমান করা হয় যে, এই মেট্রো করিডোর দিয়ে ২০২৯ সালে দিনে গড়ে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার, ২০৩৫ সালে দিনে গড়ে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার এবং ২০৪৫ সালে দিনে গড়ে ৮ লক্ষ ৭২ হাজার যাত্রী যাতায়ত করবে।

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করার সংকল্প কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৭ আগষ্ট ২০২৪:কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের সকল স্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভগীরথ চৌধুরী এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাশওয়ান এবং ডঃ চন্দ্রশেখর পেমমাসানিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন, শুক্রবার কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিনের বৈঠকে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির লালকেল্লা থেকে কৃষি ও গ্রামীন এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে আহবান ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কৃষিমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি ২০৪৭ সালে আধুনিক ও স্বাবলম্বী ভারত গঠনের উপর গুরুত্ব দেন। সেই সাথে তিনি বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষে আধিকারিকদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশ দেন।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী চৌহান মন্ত্রকের সকল কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। শ্রী চৌহান সমস্ত কর্মচারী ও আধিকারিকদের নিয়ে সংকল্প গ্রহণ করেনঊ কঠোর পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠার সাথে এবং সমস্ত দক্ষতা প্রয়োগ করে কৃষি এবং কৃষকদের কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে একটি উন্নত ভারত গঠনের জন্য কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হবার আহবান জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরে নতুন সিভিল এনক্লেভের উন্নয়নে ১৫৪৯ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লী, ১৭ আগস্ট ২০২৪:প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি শুক্রবারের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিউ সিভিল এনক্লেভের উন্নয়নের জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)-র ১৫৪৯ কোটি টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

প্রস্তাবিত টার্মিনাল বিল্ডিং ৭০ হাজার ৩৯০ বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং ব্যস্ততম সময়ে ৩০০০ যাত্রী থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সারা বছরের হিসেবে এক কোটি যাত্রী এখানে থাকাতে পারবে। প্রকল্পের মধ্যে ১০টি এ— ৩২১ ধরনের বিমান রাখার মতো ব্যবস্থা হবে। এরসঙ্গে দুটি ট্যাক্সিওয়ে এবং বহু-স্তরীয় গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা হবে। পরিবেশের কথা বিবেচনা করে টার্মিনাল বিল্ডিংটি হবে একটি সবুজ বিল্ডিং, নবায়নযোগ্য শক্তির উতগুলিকে একাহে কাজে লাগানো হবে। এছাড়া পরিবেশের ওপর কু-প্রভাব কমাতে বেশি করে প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

এরি সিল্কের জন্য জার্মানির ওয়েকো-টেক্স শংসাপত্র অর্জন করেছে উত্তর পূর্ব হস্তশিল্প ও তাঁত উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড; উত্তর-পূর্বের অনন্য ভেগান সিল্কের জন্য একটি মাইলফলক

নয়াদিল্লী, ১৭ ই আগস্ট ২০২৪:দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস এর উদযাপনের সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে নর্থ ইস্টার্ন হস্তশিল্প ও তাঁত উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (এনইএইচএইচডিসি)তার এরি সিল্কের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জার্মানির ওয়েকো-টেক্স শংসাপত্র অর্জন করেছে। এই অসাধারণ কৃতিত্ব এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে উন্নীত করার পাশাপাশি এরি সিল্ককে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেবে।

এরি সিল্ক বিশ্বের একমাত্র ভেগান রেশম হিসাবে বিখ্যাত, যেখানে অন্যান্য রেশমের মত পোকামাকড়কে কোকুন থেকে মেরে ফেলা হয় না বরং পোকাটি স্বাভাবিকভাবেই কোকুন থেকে বেরিয়ে যায় এবং আমাদের ব্যবহারের জন্য রেশম রেখে যায়। এই নৈতিক এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রক্রিয়া এরি সিল্ককে অন্যান্য সিল্ক থেকে আলাদা করে, এটিকে বস্ত্র শিল্পের দুনিয়ায় স্থায়িত্বের প্রতীক করে তুলেছে। ওয়েকো-টেক্স সার্টিফিকেশন এমন একটি কঠোর মানদন্ড যা বস্ত্রশিল্পের রেশমে কোনরক্মনরাসায়নিক জাতীয় বিশেষ ক্ষতিকারক পদার্থ আছে কিনা ও পরিবেশ বান্ধব পরিস্থিতিতে উৎপাদিত হয় কিনা তা কঠোরভাবে যাচাই ও পরীক্ষা করা হয়ঊ ফলে, এরি সিল্কের জন্য ওয়েকো-টেক্স সার্টিফিকেশন লাভ করা এক উল্লেখযোগ্য স্বীকৃত ও প্রাপ্তি।এটা একরকমের সাফল্যও বটেঊ এই সাফল্য অসমের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য বা জি-আই পণ্য হিসাবে রেশমের মর্যাদাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে, এর এবং আঞ্চলিক গুরুত্ব তুলে ধরবেঊএই শংসাপত্রটির দৌলতে বিশ্ব রপ্তানি বাজারে এরি সিল্কের প্রবেশ, এর নাগাল প্রসারিত হবে এবং নিজের একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে।

এই মাইলফলকটি এরি সিল্কের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে মনে করা হচ্ছেঊ এটিকে আন্তর্জাতিক বাজারে একটি অগ্রণী পরিবেশ-বান্ধব ফ্যাব্রিক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া এবং বিশ্বব্যাপী বস্ত্র শিল্পে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সম্ভাবনাকে তুলে ধরবে বলে আশা করা যাচ্ছেঊ এই এরই সিল্কের এই স্বীকৃতি লাভের জন্য উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রক ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া উত্তর পূর্ব হস্তশিল্প ও তাঁত উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এডি নগর

● আটের পাতার পর

জানিয়েছে, আজ এখন পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ০.২ এমএম, বোধজংনগরে ০.৫ এমএম, ডিএম অফিসে ০.৫ এমএম, সচিবালয়ে ৪.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৮ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ৫ এমএম, খোয়াই জেলায় ৩.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৩ এমএম, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৬.২ এমএম, অমরপুরে ২৯.২ এমএম, করবুকে ১৫.১ এমএম এবং কাকরাবনে ৩.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৫২ এমএম, সাব্রুমে ৬৯ এমএম, বাগাফা ১৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৭.২ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৩৬.২ এমএম, কদমতলায় ৬০.৮ এমএম এবং নতুনবাজার ১২.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৫৫ এমএম এবং কৈলাসহরে ৭.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ২৮ এমএম, কমলপুরে ৫৬ এমএম এবং মনুঘাটে ৩৭.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

সচেতনামূলক র‍্যালি

● আটের পাতার পর

আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার,পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় আজকের এই অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এইচআইভি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডক্টর শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

জানান

● আটের পাতার পর

বিশেষত উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবে। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য" সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য একটি ক্ষমতায়িত দক্ষিণ বিশ্ব"।

চালকের

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছে, তার অটো করে এক মহিলা ধলেশ্বর থেকে এনআইটি যাওয়ার পথে মহিলার ব্যাগ ফেলে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু অটোচালক সুজিত বাবু সততার প্রমাণ দিয়ে ওই ব্যক্তিকে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে আসে এবং তার মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণের জিনিস রয়েছে যেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয় মালিকে।

সেই বিষয় নিয়েই আজ পূর্ব থানার পুলিশ সুজিত সরকার ও তার স্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া জিনিস মহিলারা হাতে তুলে দেওয়া হয়।

খুনের আশঙ্কা

● প্রথম পাতার পর

থানায় নিয়ে গিয়েছে।এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাপানিয়া হাসপাতাল পাঠিয়েছে।পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে জোর তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সহ স্থানীয় এলাকাবাসীদের ধারণা ওই মহিলাকে তার স্বামী খুন করেছে।

১৭ তম আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে ভারতের ছাত্রদের বিশেষ সাফল্য

নয়াদিল্লী, ১৭ আগস্ট ২০২৪:গত ৮ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড এর ১৭তম সংস্করনের আসরে বেশ কয়েকটি পদক জিতেছে ভারতীয় ছাত্ররা। গুজরাট, কেরালা, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের ছাত্রদের নিয়ে চার সদস্যের ভারতীয় ছাত্ররা তিনটি সোনা, ব্রোঞ্জ এবং দুটি রৌপ্য পদক জিতেছে।দেশের ভু-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং ভারতীয় ছাত্রদলকে এই একাডেমিক সম্মান পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশের ভু-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ডঃ এম রবিচন্দ্রনও বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড হল মন্ত্রকের রিচআউট প্রকল্পের অধীনে সবচেয়ে সফল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। দেশের ছাত্রদের এই প্রতিভা এবং সাফল্যে গোটা দেশ গর্বিত।

ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সায়েন্সেস অলিম্পিয়াড ২০০৩ সালে কানাডার ক্যালগেরি ইন্টারন্যাশনাল জিও-সায়েন্স এডুকেশন অর্গানাইজেশন কাউন্সিলের সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সারা বিশ্ব থেকে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতা। এর লক্ষ্য দলগত কাজ, সহযোগিতা, ধারণার পারস্পরিক বিনিময় এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভু-বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। ভু-বিজ্ঞান মন্ত্রকের উপদেষ্টা ডাঃ জগবীর সিং বলেছেন, এর "সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হল ভু-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুবকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা, এবং অন্যতম লক্ষ্য হলো পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে সচেতনতা এবং সমাধান-কেন্দ্রিক আলোচনার প্রসারের উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়াঊ

ভারত ২০০৭ সাল থেকে আইইএসওতে অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি মহীশূরে অনুষ্ঠিত দশম সংস্করণের আয়োজন করেছে। এই বছর, ৩৫ টি দেশের ছাত্ররা ১৭ তম আইইএসওতে অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ৩২ টি দল চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল, ভু-বিজ্ঞান সংক্রান্ত নতুন প্রজেক্ট, আন্তর্জাতিক দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান এবং গাণিতিক তথ্য সংগ্রহ-সংকলন নিয়ে চারটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্রদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য, ভু বিজ্ঞান মন্ত্রক ভারতের বিভিন্ন স্কুলে জাতীয় আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড, ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড ভারতের ভূতাত্ত্বিক সোসাইটি দ্বারা প্রতি বছর আর্থ সায়েন্সেস মন্ত্রনালয় এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক সংস্থাগুলির সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়নের বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভূতত্ত্ব, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড এ যারা শীর্ষ স্থান দখল করে তারা ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। তাদের আর্থ সায়েন্স মন্ত্রণালয় থেকেও সহায়তা দেওয়া হয়।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত ভু-বিজ্ঞান অর্থাৎ আর্থ সায়েন্স প্রকল্পের অধীনে রিচআউট স্কিমের অংশ হিসাবে আর্থ সায়েন্সেস মন্ত্রক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড এবং ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ সিস্টেম সায়েন্সের সহানুভূতিশীলতা উন্নতি করা এবং দেশে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা।

রাজ্যেও পালিত

● প্রথম পাতার পর

মেডিকেল কলেজের আবাসিক ডাক্তার সমিতি বিক্ষোভ দেখায়। পাটনাতেও এইমস পাটনার ডাক্তাররা আন্দোলনে নেমেছেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের ডাকা ২৪ ঘন্টা ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে নারকীয় ঘটনায় উত্তাল হয়ে রয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসক সহ সুশীল সমাজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন আজ শনিবার সকাল ছয়টা থেকে রবিবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত সারা দেশে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। এই বন্ধকে সফল করার লক্ষ্যেই আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা। এদিন এক চিকিৎসক বলেন, কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে নরকীয় ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবিতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের ডাকা বন্ধের সর্মথনে রাজ্যের চিকিৎসকরা সামিল হয়েছেন।

এদিকে আজ বিকেলে চিকিৎসকদের প্রতিবাদ মিছিল বের হয় শহরে।কলকাতায় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসকের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় আজ আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল করেছেন চিকিৎসকরা। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ-র উদ্যোগে বিকালে আগরতলায় সংগঠনের অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় চিকিৎসকদের প্রতিবাদ মিছিল। হাতে মোম এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই মিছিল রবীন্দ্র শতবার্ষি।

আরজি কর মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে যখন চিকিৎসকরা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন ঠিক সেই সময়ে তেলিয়ামুড়ার একটি ঔষধের দোকানে জাঁকিয়ে রোগী দেখেন এক চিকিৎসক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় বইছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতার আর.জি কর মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রী মৌমিতা দেবনাথকে গণধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশের চিকিৎসকরা যখন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা ২৪ ঘন্টার কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছে, ঠিক সেই জায়গায় তেলিয়ামুড়া"তে প্রাইভেট চেম্বারে এক চিকিৎসক চিকিৎসা করে নিজের পকেট ভর্তি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। গুণধর ওই চিকিৎসকের নাম অনুজিত দেবনাথ। তবে কি ওই চিকিৎসক ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা কর্মবিরতি সমর্থন করেন না? তিনি ব্যাক্তিগতভাবে সমর্থন নাই করতে পারেন, কিন্তু মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চিকিৎসক মৌমিতা দেবনাথের উপর ঘটে যাওয়া এই নিন্দনীয় এবং ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে একদিন নিজের পকেট ভর্তি করা থেকে বিরত থাকতে পারতেন।

কিন্তু তা না করে তিনি ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাজধানী আগরতলা থেকে নিজের বাইকে চেপে তেলিয়ামুড়ার জনপ্রিয় মেডিকেল হলে বসে নিজের প্রাইভেট চেম্বারে জাঁকিয়ে বসেছেন চিকিৎসার নামে ব্যাবসায়।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ধলাই জেলার কমলপুরেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শনিবার সকাল থেকে টানা ২৪ ঘন্টার কর্ম বিরতি ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। কলকাতা আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের সাথে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘন্টার কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সঠিক বিচার চেয়ে কমলপুর শহরে মিছিল বের করা হয়। এর নেতৃত্ব দেন বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক তথা এসডিএমও রাজা জমাতিয়া। শনিবার দুপুরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে মিছিলটি বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় হাসপাতালে সমাপ্ত করা হয়।

বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক তথা এসডিএমও রাজা জমাতিয়া বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের উপর নারকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্মসূচি অনুযায়ী এর প্রতিবাদ জানিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক,নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা সবাই শনিবার সকাল ৬টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে।

কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের নরকীয় হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের বিচারের দাবিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। কালো ব্যাচ ধারণ করে নরকীয় ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

এদিন জেলা হাসপাতালের এম এস জে এস রিয়াং বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে চিকিৎসরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছেন। আজ জেলা হাসপাতালের সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবা ২৪ ঘন্টা বন্ধ থাকবে বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি আরও জানান, রোগীদের যেন কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে ইমারজেন্সি পরিষেবা চালু থাকবে। চিকিৎসকরা শুধু ইমারজেন্সি পরিষেবা প্রদানে কর্মরত থাকবেন।

এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের এম এস জে এস রিয়াং, ডা. শান্তনু দাস, ডা. প্রসনজিৎ দাস, ডা. অজয় পাল সহ জেলা হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্যরা।

দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। কলকাতার আর.জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী মহিলা চিকিৎসক"কে ধর্ষণ এবং নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশ বর্তমানে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এর থেকে বাদ যায়নি আমাদের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাও। শনিবার সকালে ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা ২৪ ঘন্টা বন্ধের সমর্থন জানিয়ে চিকিৎসকেরা কর্মবিরতিতে শামিল হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসকরা প্লেকার্ড হাতে নিয়ে তাদের নিরব বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এম.ও.আই.সি চিকিৎসক শাশ্বতী মজুমদার বলেন,, আমরা ও.পি.ডি বন্ধ রেখে শুধুমাত্র ইমারজেন্সি পরিষেবা চালু রেখেছি। আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ভয় পাচ্ছি, আমরা কি প্রকৃতপক্ষেই সুরক্ষিত! তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

চোর আটক

● প্রথম পাতার পর

দেবপ্রসাদ রায়। এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন,গত ১৪ আগস্ট ধলেশ্বর ২ নং রোডের বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষের বাড়িতে দু:সাহসিক চুরি হয়েছিল। চোরের দল একটি মোবাইল সহ সব স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়। পর্বতী সময়ে বাড়ির মালিক প্রদীপ ঘোষ থানায় মামলা দায়ের করেন। তাছাড়া, কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।সাগর দেবনাথ ও রাজু চাকমা নামে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে একটি মোবাইল সহ স্বর্ণালঙ্কার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নাবালিকা গৃহবধু

পর থেকেই শ্বশুর গোপাল বণিক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নানা রকম মানসিক নির্যাতন শুরু করে নাবালিকা ওই গৃহবধুর উপর। তৎসঙ্গে, স্বামী গোবিন্দ বণিকও গৃহবধুর উপর মানসিক নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে। শুক্রবার দুপুর নাগাদ মৃতার দাদু যখন নিজ কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসেন তখন প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ঘরে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে কোয়েলের দেহ। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে খবরপাঠিয়েছেন।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

সফরের আমন্ত্রন

● প্রথম পাতার পর

তৃতীয় ভয়েস অব গ্লেবাল সাউথ সামিটে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা জানান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করা অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম কাজ। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড় মুহাম্মদ ইউনূস। বক্তব্যে বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সব স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনার কথা জানান ড় ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা সবাই জানেন যে, গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ একটি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এর সাক্ষী হয়েছে। আমাদের বীর ছাত্রদের নেতৃত্বে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগদানের মাধ্যমে যা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সবার সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আর্থিক ব্যবস্থাকে নতুন ঢেলে সাজাতে হবে।

ভারতের নয়াদিল্লিতে তৃতীয় ভয়েস অব দ্য গ্লেবাল সাউথ সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার ফোনালাপে সামিটে যোগ দেওয়ার জন্য ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানান নরেন্দ্র মোদি। তখন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি হন প্রধান উপদেষ্টা। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা থেকে এই বৈঠকে যোগ দেন ড় মুহাম্মদ ইউনূস। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসকরা কর্মসলে নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরাতে এখনো এই ধরণের ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু চিকিৎসকদের কর্মস্থলে আইন শৃঙ্খলা জনিত কোনো সমস্যা হলে তা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিন্দা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সদস্য জানিয়েছেন, আর জি কর হাসপাতালের কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারপর তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এই নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন।এদিন তিনি আরও বলেন, চিকিৎসক ভগবানের আরেক রূপ। তাঁরা দিনরাত কাজ করে জনগণের সেবা করেন। আজ সমাজে তাঁদের নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা।

খেলাধুলা

রোহিতের জোড়া গোল, ত্রিবেণীকে হারিয়ে রাখাল শীল্ডের কো:ফাইনালে জুয়েলস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জুয়েলস এসোসিয়েশন আগামী ২০ আগস্ট অন্তিম কোয়াটার ফাইনালে খেলবে। প্রতিপক্ষ কোনদল হবে তা স্থির হবে আগামীকাল চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচের পর। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন মাঠে আজ, শনিবার অনেকটা পুরনো দিনের ঐতিহ্যকে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছে। একসময়ের দ্বী মুকুট বিজয়ী জুয়েলস এসোসিয়েশন চার-এক গোলের ব্যবধানে আজ, শনিবার দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিবেণী সংঘের বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধের ১১ মিনিটের মাথায় রোহিত সিংয়ের গোল হজম করে ১২ মিনিট বাদে ত্রিবেণী সংঘের কেলভিন ডার্লং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে পারলেও পরক্ষণে আর হাল ধরে রাখতে পারেনি শহর দক্ষিণের ত্রিবেণী সংঘ।

প্রথমার্ধেই জুয়েলস এসোসিয়েশন ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ৪২ মিনিটের মাথায় রহিত সিং আরও একটি গোল করার পর। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় জুয়েলস এসোসিয়েশন সুযোগ বুঝে দুই মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটো গোল করে জয় নিশ্চিত করে নেয়। ৬৭ মিনিটের মাথায় নীলকান্ত সিং এবং দুই মিনিট বাদে বিনয় সিং এর গোল জুয়েলসকে আর পেছনদিকে তাকাতে হয়নি।

তবে খেলার দুই অর্ধে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী জুয়েলসের অমৃত ঘোষ এবং ত্রিবেণীর শুক্র কুমার, পবন ও লাল রিংকিমাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। গোল স্কোরার না হয়েও টিমটাকে মোটিভেটেড করে দলকে জয়ী করে তোলার পেছনে রজনীকান্ত সিংহের ভূমিকা অনেকটা ব্যতিক্রমী ঠেকেছে। স্বাভাবিক কারণে রজনীকান্ত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি রক্তিম সাহা, আদিত্য দেববর্মা, তাপস দেবনাথ ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে আগ্রহী জিম্বাবুয়ে, ঠিক হবে ২০ আগস্ট

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): এই বছর মহিলাদের টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে অশান্তি বিরাজ করছে। সেই প্রেক্ষাপটে বিকল্প ভেন্যুর কথা ভাবছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। বিকল্প ভেন্যু হিসেবে আলোচনায় আছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাম। এবার এই তালিকায় যুক্ত হল জিম্বাবুয়ের নাম। তারাও এই মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়ে জিম্বাবুয়ে বেশ কিছু বিষয় নিজেদের অনুকূলে দেখছে। কারণ, তারা ২০১৮ ও ২০২৩ সালে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আয়োজন করেছে। সামনে ২০২৬ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক তারা। জিম্বাবুয়ে, আরব আমিরশাহি আর বাংলাদেশের মধ্যে কোন দেশ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজন করবে তা ঠিক হবে আইসিসির ২০ আগস্ট-এর মিটিং-এ।

লিগ ওয়ান : এমবাপে-পরবর্তী যুগে বড় জয় দিয়ে শুরু পিএসজির

প্যারিস, ১৭ আগস্ট (হি.স.): কিলিয়ান এমবাপে-পরবর্তী যুগের শুরুটা দারুণভাবে পালন করল পিএসজি। লিগ আঁতে মরসুমের প্রথম ম্যাচেই বড় জয় পেল পিএসজি। তাদের মাঠেই পিএসজি জিতল ৪-১ গোলে। পিএসজির হয়ে গোল চারটি করেছেন লি কাং-ইন, উসমান দেম্বেলে, ব্রাডলি বারকোলা ও বান্দাল কোলো মুয়ানি।ম্যাচের শুরুর ৩ মিনিটে লি কাং-ইনের গোলে এগিয়ে ফরাসি জায়ান্টরা। এরপর প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটেই গোল শোধ দেন লে হাভের। এরপর একের পর আক্রমণ করে পিএসজি। ৮৫ মিনিটে গোল করে দলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন দেম্বেলে। পরের মিনিটেই বারকোলা স্কোরলাইন করেন ৩-১। তার পর খেলার শেষ মিনিটে আরও একটা গোল করে ব্যবধান বাড়ান কোলো মুয়ানি। শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলের জয় দিয়ে লিগ ওয়ানের নতুন মরসুম শুরু করে পিএসজি।

স্বর্ণকমল আয়োজিত গোল্ডেন রান ২৫শে, এনট্রি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিটি ম্যারাথন। উদ্যোক্তা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এন্ড কিশনা ডায়মন্ড এন্ড গোল্ড জুয়েলারি। আগামী ২৫ আগস্ট প্রথমবারের মতো এই সিটি ম্যারাথন, যার শিরোনামা করা হয়েছে 'দ্য গোল্ডেন রান'। শুরু হবে উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ তথা আইজিএম হসপিটাল এর বিপরীত পয়েন্ট থেকে। কোনও রকম এনট্রি ফি-র আবশ্যকতা নেই। সবার জন্য উন্মুক্ত এই সিটি ম্যারাথন, তথা দ্য গোল্ডেন রান-এ ৩৫ হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দূরপাল্লার অ্যাথলেটদের অনলাইনে ফরম জমা করেও নাম নথিভুক্ত করে নিতে পারেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

প্রচন্ড সমস্যার মুখে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল মাধ্যমের পরিবর্তন, বাংলা থেকে ইংরেজি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ক্রমোন্নতি ঘটতে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তা যদিও ক্রীড়ার আঙ্গিনাই নয়। আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমকে। ছিল বাংলা। রূপান্তরিত করা হচ্ছে ইংরেজিতে। যত দ্রুত সম্ভব ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পঠন পাঠনের তথা শিক্ষার মাধ্যম করা হচ্ছে ইংরেজিতে। যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চিঠি চলে এসেছে। যার ফাইল নম্বর এফ.- ৬(২-১৫) - ডিওয়াইএএস/ ইএসটিটি/ ২০২৪। খুব ভালো উদ্যোগ। খেলোয়াররা সাফল্য অর্জন করলে তাদের অবশ্যই কথোপকথনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যেও স্কুল শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজি মাধ্যম তুলনামূলক ভালো বলে বিবেচিত করা হয়। বাংলা মাধ্যম থেকে পড়াশোনা করে এযাবৎকাল পর্যন্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে অনেক সাফল্য পেয়েছেন। তারও কিন্তু অসংখ্য নজির রয়েছে। তবে এখানে প্রসঙ্গ এটা নয়। মুখ্যত, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে বর্তমানে শিক্ষার পরিকাঠামো বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ইংরেজিতে পঠন পাঠন করাতে পারে এই সংখ্যাটা নেহাতই কম। এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট পরিমাণে নিয়োগ আবশ্যক। বর্তমান সময়ে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করাতে গিয়েই স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নাভিশ্বাস। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ ক-জন প্রাইভেট টিউটরকে স্কুলের হোস্টেলে এসে প্রাইভেট কোচিংয়ের আদলে পড়াতে হচ্ছে। ব্যয় ভার বহন করতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরথেকেএনে।আগামী দিনেস্কুলটিইংরেজি মাধ্যমেপরিবর্তিতহলে এই সমস্যা নিশ্চিতভাবেই আরও বৃহৎ আকারধারণ করবে বলে অনুমেয়।

শিলংয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া আসরে প্রিয়াঙ্কার পদক দিয়ে সাফল্যের শুরু ত্রিপুরার জুডোকারদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই চমক। পদক পেলো ত্রিপুরার জুডোকা।মেঘালয়ের শিলঙে আয়োজিত চতুর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ওপেন উইমেন্স লীগ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে উদ্বোধনী দিনে সাব জুনিয়র বিভাগে ৩২ কেজি গ্রুপে ত্রিপুরার প্রিয়াঙ্কা দাস ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এছাড়া, ৪০ কেজি বিভাগে শ্রাবন্তী দেবনাথ এবং ৪৪ কেজি বিভাগে তানিয়া দাস উভয়েই ফাইনালে প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য, উদয়পুরের বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের ৯ জন খেলোয়াড় এবারকার আসরে অংশ নিয়েছে। আগামী কুড়ি আগস্ট পর্যন্ত সেখানে ক্যাডেট, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিবেকানন্দ সেন্টারের জুডোকাররা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। এই টিম পাঠানোর মূল উদ্যোক্তা হচ্ছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা তথা জুডোর প্রশিক্ষক মিহির শীল।

তিনি সম্পূর্ণ নিজ খরচে তিন বছর ধরে এই টুর্নামেন্টে টীম পাঠিয়ে আসছেন। গত বছরে মনিপুরে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টেও বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের খেলোয়াররা অংশ নিয়েছিল। এবং সেই আসর থেকে জুডো খেলোয়াররা দুইটি স্বর্ণপদক, দুইটি রৌপ্য পদক এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছিল। শিলংয়ে আয়োজিত এবারকার আসর থেকেও বিবেকানন্দ সেন্টারের জুডো সেন্টারের জুডোকাররা সাফল্য অর্জন করে পদক জিতে আনবে বলে প্রত্যেকেই আশাবাদী।

আর জি কর নিয়ে গ্যালারিতে প্রতিবাদের আশঙ্কা, রবিবার হচ্ছে না ডার্বি ম্যাচ

কলকাতা ১৭ আগস্ট (হি. স.) : মোহন বাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই প্রধানের বিরুদ্ধে রবিবার মুখোমুখি একরকম প্রায় পাকা ছিল। তবে আচমকা ছন্দপতন। রাজ্য সরকারের তরফেও এ নিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখার জন্য সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।১৩৩—তম ডুরান্ড কাপ ফুটবল এর খেলার ঠিক আগে। জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে ফুটবল প্রেমীদের আবেগে। এনিয়ে পারদ চড়েছিল আগেভাগেই। রাজ্য প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছেছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রধানের খেলায় সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় তীব্র ও জোরদার প্রতিবাদে সামিল হতে চলেছে দুই দলের কর্মী ও সমর্থকরা। এর পর সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জরুরি এক বৈঠকে যোগ দেন ও খতিয়ে দেখা হয় ওই পরিস্থিতি। আপাতত খেলা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দিন পরে ঘোষণা করা হবে। নিরাপত্তার কারণ দর্শানোর পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলার বিষয়টিকে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার পর এমন সিদ্ধান্ত বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে।এদিকে, এই ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এবং টিকিট ও অনলাইন ও অফলাইনে বিক্রি হয়। দর্শকাসনের চাহিদা মাথায় রেখে আগেই সব টিকিট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই বেশি দামে ও অনেকে টিকিট কিনেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকিট হাতে নিয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে সিংহভাগ। অন্যদিকে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ডুরান্ড কাপ কর্তৃপক্ষ খেলার পরবর্তী পদক্ষেপ জানাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

NOTIFICATION

In continuation to the earlier Notification No. 14-228/TW/EDU/MERITAWARD/2024-25 I/147266/2024 regarding Online Application of Merit Award (VI & Above) to the Meritorious ST students through Beneficiary Management System (BMS) Portal (https://bms.tripura.gov.in), it has been observed that delays have been occasioned in uploading applications and their verification. Such delays are unwarranted and may deprive the deserving students of their scholarship entitlements.

2. However, keeping the interest of the students in perspective, the timeline is hereby extended as follows so as to afford one last opportunity for uploading and their timely verification.

1	Institute Nodal Officer (INO) can submit Students application	**Up to 30th September, 2024 (Application should be completed by this period)**
2	Verification of online application by theDistrict Nodal Officer (DNO)	**Up to 31st October, 2024 (Verification should be completed by this period)**
3	Verification of online application by theState Nodal Officer (SNO)	**Up to 30th November, 2024 (Verification should be completed by this period)**

General Instructions:

i. All the District Welfare Officers (DWOs) and District Education Officers (DEOs) are requested to expedite the process of applications by concerned Institute Nodal Officers (INOs).

ii. Necessary awareness and administrative camp for issuing insufficient document(s) and dissemination of information about the scheme may be conducted by the District and Sub-Divisional Administrations.

Signed by
Subhasis Das
Date: 02-08-2024 10:04:31

(Subhasis Das, TCS, SSG)
Addl. Secretary to the Govt. of Tripura &
Director, Tribal Welfare Department

ICA/D-647/24

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গনবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন রাজ্যের সকল রেশন কার্ডধারী উপভোক্তাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে রেশন দোকানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রেশন সামগ্রী পেতে, আপনাদের পরিবারের সকল সদস্যের শনাক্তকরণের জন্য আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে আধার "e-KYC" করা বাধ্যতামূলক।

সেই সঙ্গে খাদ্য দপ্তর খুব শীঘ্রই রাজ্যে গনবন্টন ব্যবস্থায় পুরনো কাগজের রেশন কার্ডের বদলে নতুন রেশন কার্ড প্রদান করতে চলেছে। এক্ষেত্রে রেশন কার্ডে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক থাকা জরুরী, যা "e-KYC" ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে যে রাজ্যের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রেশনকার্ডধারী উপভোক্তাদের এখনো রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক নেই বা "e-KYC" হয়নি। তাদের অবিলম্বে "e-KYC" করা একান্তই প্রয়োজন। এই সকল ভোক্তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে দেওয়া আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, উপরিক্ত "আধার" বা "e - KYC Pending তালিকায় থাকা ভোক্তাদের আগামী ৩০শে সেপ্টম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে গিয়ে ই-পস মেসিনে আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করে "e-KYC" করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাছাড়া, সকল উপভোক্তাদের দপ্তরের ওয়েবসাইটে (epdstr.gov.in/ Show Reports.aspxÚRID=200) গিয়ে বা নিম্নে প্রদত্ত "QR Code' স্কেন করে রেশন কার্ড নম্বর দিয়ে অনলাইনে নিজ নিজ রেশন কার্ডে পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, লিঙ্গ ও ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য দেখে নিতে বলা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নিতে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে খাদ্য বিভাগে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-642/24

(নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস) অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

NOTICE INVITING TENDER FOR FEMALE SECURITY SERVICE

Sealed quotation are hereby invited by the Sub-Divisional Magistrate. Khowai Tripura from the bonafide and renewed reputed/autharized firms/agencies who are capable of providing Female Security Services for rendering round the clock security service for guarding of female inmates at Khowau Sub-Jail for the period of one year. The eligible agencies who have sound staff strength of female staff should only submit tender form in the proforma prescribed complete Annexure-II, in all respect be submitted to the office of the Sub-Divisional Magistrate, Khowai Tripura (Supdt.Khowai Sub-Jail) under sealed cover up to 11.00 A.M on 27/08/2024 and open will be same day if possible. The tender ducument may be collected from the office of the Khowai Sub-Jail from 16/08/2024 to 27/08/2024, except of all Govt. holiday at 11.00 A.M to 04.00 P.M.

The tender quotation will not be accept after the time and date fixed for the receipt of tenders Annexure-I(terms & conditions), (technical bid).

ICA/C/1162 (29

MS MEGHA JAIN,IAS Sub-Divisional Magistrate
Khowai Tripura
(Superintendent, Khowai Sub-Jail)

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 05/EE(AGRI)/South/2024-25.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	05/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 4,85,396.00	Rs. 9,798.00	30 Days	Up to 04.00. P.M. on 22/08/2024	At 11.00 A.M. on 23/08/2024
2	06/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 2,93,666.00	Rs. 5,873.00	30 Days		
3	07/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 5,83,022.00	Rs. 11,660.00	30 Days		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

ICA /C/1155/24

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

NIT NO: e-PT-15/W/EE/ RDAD/2024-25 Dt. 16/08/ 2024

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 22/08/2024 for 1 (one) no Internal electrification work at Gitanjali Guest House, Agartala, Tripura. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1159/24

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER

On behalf of Tripura Power Generation Limited (TPGL), Deputy General Manager, Gas Thermal Electrical Division, Rokhia invites e-tenders in two parts from prospective bidders from Original Manufacturers/Authorized dealer/ order supplier or reputed manufacturers for "Procurement of Consumable item for running maintenance of Frame-5,21 MW GTG Units at Gas Thermal Power Station, Rokhia."

NIT No.	Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Quantity	Tender Fee	Earnest Money Deposit	Period of completion	Bid Submission end date and opening date
No.DGM/GTED/(R)/2024-25/03 Date 12/08/2024	1	Procurement of Consumable item for running maintenance of Frame-5,21 MW GTG Units at Gas Thermal Power Station, Rokhia DNIe-T No.DGM/ GTED/ (R)/2024-25/03 Date : 12/08/2024	Rs.7, 44,156.00(Seven Lakh Forty-Four Thousand One Hundred Fifty Six) only.	1 lot (as per Format-8)	Rs. 536/- (Rupees Five hundred Thirty-Six) only	Rs. 18610.00 (Rupees Eighteen Thousand Six Hundred and Ten) only	I(one) month from the date of issue of Letter of Award (LoA)	06/09/2024 and 07/09/2024

The other details related to this e-tender can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in.Details related to the e-tender is also available in www.tsecl.in
website. Notification / Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above

ICA/C/1151/29

Deputy General
Gas Thermal Electrical Division, Rokhia

এইডস রোগ সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: এইচআইভি ও এইডস সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ সচিবালয়ে ইনটেন্সিফাইড ইনফরমেশন এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন (আইইসি) এর রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রচার অভিযান রাজ্যে আগামী দু"মাসব্যাপী চলবে।

এর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সচিবালয়ে এইডস সংক্রান্ত বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস রোগ সৃষ্টির উৎসগুলিকে চিহ্নিতকরণ এবং সেই অনুসারে ব্যাপক জনসচেতনতা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, নাগরিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে এইডস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। পাশাপাশি নেশায় আসক্ত হয়ে যাতে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটাতে না পারে তারজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৮টি জেলায় ড্রাগ রিহেবিলিটেশন সেন্টার চালু করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বাজেটেও এর উল্লেখ ছিল। এছাড়া বিশ্রামগঞ্জে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ বৃহত্তর একটি রিহেবিলিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এইডস রোগীদের আরও বেশি স্ক্রিনিং করা ও তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সিকিমে সবচেয়ে কম এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে। আমাদের রাজ্যে এক্ষেত্রে এই হার আরও নীচে নামিয়ে আনার জন্য এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, এইডস সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের আগে দায়িত্বপূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে অহেতুক এই সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন, এইডস-এর প্রচার অভিযানের ক্ষেত্রে বিভিন্নস্তরে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি যারা এইডস কন্টোল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত তাদের নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা ও সমন্বয়মূলক সভা করা আবশ্যক।

পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে এবছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১০০টির বেশি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান। রাজ্যের ৮টি জেলার ৩১টি কলেজ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রেড রিবন ক্লাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজে আইইসি সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতার জন্য রাজ্যে ১৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির স্ট্যান্ড এলোন ২৪টি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং ও টেস্টিং সেন্টার এবং স্ক্রিনিং ও টেস্টিং পরিষেবায় ১৩৩টি ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার রয়েছে, ২৩টি ওএসটি সেন্টার চালু রয়েছে এবং আরও ৯টি সেন্টার শীঘ্রই চালু করা হবে। রাজ্যে ১টি মোবাইল আইসিটিসি ভ্যান চালু রয়েছে। সভায় সচিব শ্রী গিত্যে আগামীদিনে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী বলেন, সমাজ সচেতনতা বাড়াতে সুসংহত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলগুলিকে যুক্ত করতে হবে। সভায় রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, অর্থ সচিব অপূর্ব রায়, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, সমস্ত জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারগণ, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর ডা. সমর্পিতা দত্ত এইডস, নেশা বিরোধী কর্মসূচি এবং জনসচেতনমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং রাজ্যকে এইডস ও নেশামুক্ত করতে তাদের পরামর্শ তুলে ধরেন।

ত্রিপুরায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সাব্রুমে ৬৯ এমএম সর্বনিম্ন এডি নগর

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: আজ সকাল থেকে ত্রিপুরায় মাঝারি বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে ৬৯ এমএম এবং সর্বনিম্ন এডি নগরে ০.২ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে।এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। মৌসম বিভাগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: মারণ ব্যাধি এইচ আই ভি /এইডস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে শনিবার কৈলাশহর আর জি এম হাসপাতাল থেকে এক সচেতনতামূলক রেলি বের করা হয়। এদিন রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এইচআইভি সম্পর্কে এক বিশেষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

রাজ্যে প্রতিনিয়ত এইচআইভি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে সচেতনতার বৃদ্ধির আহবান করেছেন তিনি। আর মুখ্যমন্ত্রীর আহব্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় শনিবার কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে প্রবেশপথের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক রেলি বের করা হয়েছিল।

এদিন সকাল ১০টা থেকে আবহমান সামাজিক সংস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী,আশা কর্মী,সর্ব সমর্পণ সংস্থা,এন এস এস ও বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই রেলিতে অংশগ্রহণ করে মারণব্যাধি এইচআইভি এইডস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেন। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে উনকোটি কলাক্ষেত্রে এসে শেষ হয়। তারপর এইচআইভি এইডস সম্পর্কে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উনকোটি কলাক্ষেত্রের ২নং হলে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার,জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডক্টর শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ,জেলা শিক্ষা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুশান্তের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য চিত্র সাংবাদিক সুশান্ত দাস গত ৯ আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন। তার স্মৃতিতে আজ শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে, টিপিজেএ'এর অফিস কক্ষে এক স্মরণ সভার আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। এদিনের স্মরণ সভায় সমস্ত চিত্র সাংবাদিক সাংবাদিক ও তার শুভানুধ্যায়ীদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক খুনের প্রতিবাদে উদয়পুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: শিক্ষক অভিজিৎ দে-কে পিটিয়ে হত্যা, কলকাতায় ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে গণধর্ষন করে খুন এবং উদয়পুর মহকুমার মহারানীর কোয়াইমুড়াতে ১৬ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষনকান্ডের প্রতিবাদে সরব হয়েছে উদয়পুরে চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। এদিন ডি ওয়াই এবং আই, এসএফআই, টি এস ইউ ও টি ওয়াই এফ আই যৌথ উদ্যোগে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিচারের দাবিতে উদয়পুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পর্বতী সময়ে রাধাকিশোরপুর থানা ঘেরাও করেন কর্মী সমর্থকরা।

সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, গত ৮ আগস্ট উদয়পুরের শিক্ষক অভিজিৎ দে-কে বিজেপির দুর্বত্তরা পিটিয়ে হত্যা করেছেন। তাছাড়া, উদয়পুর মহকুমার মহারানীর কোয়াইমুড়াতে ১৬ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে আজ চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন যথাক্রমে ডি ওয়াই এবং আই, এসএফআই, টি এস ইউ ও টি ওয়াই এফ আই যৌথ উদ্যোগে উদয়পুরে বিক্ষোভ মিছিলে করা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, অতিসত্বর ঘটনাগুলির সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

ভারতের মৌমিতার জন্য বিচার দাবিতে উত্তাল ঢাকার রাজপথ

মনির হোসেন।।

ঢাকা, ১৭ আগস্ট : গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে তনু ও মুনিয়াসহ ঘটে যাওয়া প্রতিটি ধর্ষণ মামলার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার দাবি এবং ভারতের কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলমান প্রতিবাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে 'রাত দখল করো নারী' কর্মসূচি পালন করছেন একদল শিক্ষার্থী। শুক্রবার রাত ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে জড়ো হন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক ও বিশিষ্টজন তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেন। এর আগে, তারা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় তারা, 'গুঁড়িয়ে দেব পিতৃতন্ত্র, কেঁপে উঠবে রাষ্ট্রযন্ত্র,' 'পোশাকের বাহানায়, পার পাবে না কোনো পিশাচ', 'প্রশ্ন যখন স্বাধীনতার, বাংলা জুড়ে ওয়েদ্দেদার' ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানান। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তানিয়া মাহমুদা তিন্নি বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতার এত বছর পরেও নারী বান্ধব নয়। প্রীতিলতার মতো নারী যোদ্ধারা যারা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, তারা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে নারী প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তারা তৃণমূলের নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, নতুন বাংলাদেশ চাই যেখানে নারীদের সমান অধিকারের আইন বিদ্যমান থাকবে। মেয়েরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হলে দেরি করে ঢুকলে হল প্রশাসন চরিত্র হননের চেষ্টা করে থাকে। আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করতে এসেছি, চারিত্রিক সার্টিফিকেট নিতে নয়। পুরুষদের প্রতি আহ্বান করে এই শিক্ষক বলেন, আপনাদের আমাদের রক্ষা করতে হবে না। পুরুষরা রক্ষা করতে হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জানি। আমরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

দুঃসাহসিক ডাকাতি আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাতের আঁধারে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে রুমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা ঘটেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একই পরিবারের তিন জন রক্তাক্ত এবং আহত হয়েছেন। বাড়ির স্বর্ণালঙ্কার থেকে শুরু করে নগদ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ গৃহকর্তার।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক দুই'টা নাগাদ মুখ বাঁধা অবস্থায় হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি পরিহিত ধারালো অস্ত্র নিয়ে ডাকাত দল পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এলাকার সব্জি বিক্রেতা এবং লেবু চাষি কৃষ্ণধন দাসের বাড়িতে হানা দেয়। সেই সময় ডাকাতের দল কৃষ্ণধন দাস সহ তার স্ত্রী এবং ছোট ছেলে"কে হাত-পা এবং মুখে বেঁধে রেখে ঘরে থাকা নগদ টাকা , স্বর্ণালঙ্কার সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায় এবং বেশ কিছু সামগ্রী লন্ড ভন্ড করে। আরও জানা গিয়েছে, বাড়ির তিন তিনটি মোবাইল ফোনও নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাড়ির মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষজন জড়ো হয় এবং খবর দেওয়া হয়েছপ তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে রীতিমতো আতঙ্ক-জনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

প্রথা মেনে দূর্গা বাড়িতে মনসা পূজার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: আজ বিষহরি মনসা দেবীর পুজো। ঘরে ঘরে পুজিত হচ্ছেন দেবী মনসা। তেমনি, প্রথা মেনে দূর্গাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মনসা পূজা। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা। মনসা, কেতকা, পদ্মাবতীএই নামেই মনসাদেবী সমধিক প্রসিদ্ধ। মূলত হিন্দুধর্মে মনসা হলেন ভগবান শিবের কন্যা কিন্তু একজন ঋষির দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিলেন তিনি। মা মনসার দুই রকম রূপ। পৌরাণিক রূপ অন্যটি হলো লৌকিক রূপ। মা মনসা কে মূলত শিবের পুত্রী হিসেবে পুজো করা হয়। আগেকার দিনে মূলত জেলে ও কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ মায়ের পুজো করত। পরে ধীরে ধীরে এই পুজোর প্রচলন বাড়ে। মা মনসার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে নানারকমের কাহিনি রয়েছে। কেউ বলেন তিনি পদ্মবনে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ বলে তিনি কেয়াবনে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন তিনি পাতাল কুমারী কারণ তার জন্ম পাতালে। মা মনসার সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্ব সর্বজনবিহিত। চাঁদ সওদাগর মূলত ছিলেন শিবের ভক্ত। তিনি মা মনসা কে কিছুতেই দেবী হিসেবে মানতে চাননি প্রথমে। পরে তারই হাতে দেওয়া ফুল দিয়ে প্রথম মর্ত্যলোকে মা মনসার প্রথম পুজো আরম্ভ হয়। দূর্গাবাড়ির পুরোহিত জানিয়েছেন, মা মনসা বিহার , বাংলা , ত্রিপুরা, ওড়িশা , ঝাড়খণ্ড , আসাম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে এবং উত্তরাখণ্ডে প্রধানত সাপের কামড় প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য এবং উর্বরতা ও সমৃদ্ধির জন্য পূজিত হয়ে থাকেন।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে একদন্ত সামাজিক সংস্থার গণেশ পূজার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: বর্তমানে ত্রিপুরার একাধিক রাজ্যেই ঘটা করে গণেশ পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আজ জ্যাকসন গেট স্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার গণেশ পূজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুঁটি পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংস্থার সদস্য সদস্যা সহ এলাকার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যা সদস্য সহ এলাকার সকল অংশের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে ত্রিপুরার একাধিক রাজ্যেই ঘটা করে গণেশ পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যেও দেখতে দেখতে গণেশ পূজার সংখ্যা এবং পরিধি অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিশ্বকর্মা পূজাকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলছে গণেশ পূজা। রাজ্যজুড়েই ছোট বড় গণেশ পূজা এখন মোড়ে মোড়ে দেখা যায়। তবে আগরতলা শহরে বড় আকারে দু তিনটে পুজো প্রত্যেক দর্শনার্থীদেরই নজর করে। তার মধ্যে জ্যাকসন গেট স্থিত একদন্ত সামাজিক সংস্থার গনেশ পূজা দর্শনার্থীদের অনেকটাই নজর কাড়ে। এ বছরও তারা বড় আকারেই গণেশ পূজার আয়োজন করতে চলেছে। আজ গণেশ পূজাকে সামনে রেখে খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের পূজা মন্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানান সংস্থার সদস্য। তিনি আরও বলেন, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে গণেশ পূজা। চার দিনব্যাপীই থাকবে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত থাকবেন শিশু গীতা পাঠক ভাগবত প্রভু। পাশাপাশি অন্যদিন থাকবে ইসকন মিশনের অনুষ্ঠান এবং আরেকদিন থাকবে কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পাশাপাশি আগামী ২ সেপ্টেম্বর সংস্থা তরফ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা।

প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলিকে একে অপরের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান

নতুনদিল্লি, ১৭ আগস্ট ২০২৪: দক্ষিন বিশ্বের দেশগুলিকে একে অপরের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে এক সুরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট অর্থাৎ 'দক্ষিন বিশ্বের দেশগুলির কণ্ঠ' শীর্ষক তৃতীয় ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী আন্তর্জাতিক স্তরের অনিশ্চয়তা ও চ্যালেঞ্জের বাতাবরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, বিশ্ব এখনও কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু এরই মাঝে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি দক্ষিণ বিশ্বের উন্নয়ন যাত্রায় উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। শ্রী মোদী বলেন, এই দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং শক্তি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের সম্মুখীন।তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সমাজের কাছে ক্রমাগত হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রযুক্তিগত বৈষম্য এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত নতুন নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ উদ্ভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, গ্লোবাল সাউথের সবক"টি দেশের সঙ্গে ভারত তার অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা বিনিময়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বাণিজ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অগ্রগতি এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের প্রচারে নয়াদিল্লির প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেছেন।তিনি বলেন, পরিকাঠামো, ডিজিটাল ও জ্বালানি সংযোগের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্লোবাল সাউথের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা হয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, মিশন লাইফ-এর আওতায় নয়াদিল্লি শুধুমাত্র ভারতেই নয়, অংশীদার দেশগুলোতেও ছাদে সৌর বিদ্যুৎ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস এর (ইউপিআই) মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের বিভিন্ন দেশকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে ভারত।প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, মেধার বিকাশ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথ এর দেশগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গ্লোবাল সাউথ ইয়াং ডিপ্লোম্যাট ফোরামের উদ্বোধনের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সাউথ" বা গ্লোবাল সাউথ এক্সিলেন্স সেন্টার যুবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা এবং জ্ঞান বিনিময়ের জন্য কাজ করছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)-এর ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময় গ্লোবাল ডিপিআই ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠা ডিপিআই সম্পর্কে প্রথম বহুপাক্ষিক ঐকমত্য চিহ্নিত করেছে।তিনি আরও বলেন, গ্লোবাল সাউথ-এ ডিপিআইয়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ভারত একটি সামাজিক প্রভাব তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারত এই তহবিলে প্রাথমিকভাবে ২৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে।

শ্রী মোদী বলেন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ভারতের লক্ষ্য হল — এক বিশ্ব-এক স্বাস্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি হল — "আরোগ্য মৈত্রী"। তিনি বলেন, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দেশগুলোতে হাসপাতাল, ডায়ালাইসিস মেশিন, জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র এবং জনৌষধি কেন্দ্রে সহযোগিতার মাধ্যমে নয়াদিল্লি এই বন্ধুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মানবিক সংকটের সময়ে ভারত বন্ধু দেশগুলিকে সহায়তা করে প্রথম সাড়া প্রদানকারী দেশ হিসাবে কাজ করেছে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শ্রী মোদি বলেন, আজকের এই আলোচনা একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছে। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, এই আলোচনা গ্লোবাল সাউথ এর দেশগুলির নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবে। ভারতের পক্ষ থেকে একটি সুসংবদ্ধ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট কম্প্যাক্টেরও প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতের উন্নয়ন যাত্রা এবং উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্বের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তিকরেই গড়ে উঠবে এই চুক্তিপত্রের ভিত্তি।

শ্রী মোদী বলেন, বাণিজ্য প্রসারের কাজকর্ম জোরদার করতে ভারত ২.৫ মিলিয়ন ডলারের অর্থ সহায়তা দেবে। তিনি আরও বলেন, বাণিজ্য নীতি এবং বাণিজ্য আলোচনার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার জন্য ভারত ১ মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দেবে।উল্লেখ্য, গ্লোবাল সাউথ সামিট যুদ্ধ, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছে এমন বিভিন্ন জটিল চ্যালেঞ্জ নিয়ে পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে অনুষ্ঠিত আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে থাকে। শীর্ষ সম্মেলনে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি এই অঞ্চলের চ্যালেঞ্জ, অগ্রাধিকার এবং সমাধান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।